ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 December 2022 ■ আগরতলা ৮ ডিসেম্বর, ২০২২ ইং ■ ২১ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কল্যাণপুরে আগুনে পুড়ল পাঁচটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৭ ডিসেম্বর।। বুধবার বিকেলে কল্যাণপুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের এলাকাভুক্ত কল্যাণপুর থানার অধীন মায়ুঙবেকেরেং পাহাড়ী বাজারে এক অগ্নিকান্ডে মোট পাঁচটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কল্যাণপুর ফায়ার স্টেশনের ওসি প্রণব ভট্টাচার্য জানান তাদের কাছে খবর আসে বিকেল চারটে নাগাদ। সাথে সাথে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।

কিন্তু দমকলের গাড়ি যাবার আগেই পাঁচটি ছোট দোকান ভস্মীভূত হয়। এর মধ্যে তিনটি ভুষি মালের দোকান ও দুটো চা স্টল। যে সব মালিকের ভুষিমালের দোকান পুড়ে যায় তারা হলো অভিচরণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

থানাগুলির আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে শঙ্কা, রিভলবারের ২৫টি কার্তুজ হাওয়া মোহনপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। সিধাই থানার গুলি গায়েব কাণ্ডে জেলার পুলিশ সুপার শংকর দেবনাথ ও থানার ওসি জয়ন্ত মালাকারের মিলিঝুলি কারসাজিতে পিঠ বাঁচিয়ে ঘুরছে মূল অভিযুক্ত। ২৫ রাউন্ড তাজা কার্তুজ গায়েব হওয়ার প্রসঙ্গে অবশেষে মোহনপুরে এসডিপিও সব্যসাচী দেবনাথ জানান সিধাই থানায় সমস্ত গুলি সংখ্যায় সঠিক রয়েছে। যে তথ্য সম্প্রচার হচ্ছে সেটি সঠিক নয় বলেও স্পষ্টিকরণ দিলেন এসডিপিও। কিন্তু এই স্পষ্টিকরনের পরে অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর খোদ এসডিপিও সাহেবের কাছেও মিলছে না।

সিধাই থানাতে রিভলবারের ২৫ রাউন্ড গুলি উধাও কান্ড শুরু হয়েছিল বর্তমান এসডিপিও সব্যসাচী দেবনাথ দায়িত্বভার গ্রহণ করার আগেই। তৎকালীন সিধাই থানার সাব ইন্সপেক্টর বাপ্পা মিত্র স্থানান্তর হওয়ার সময় উনার আর্মস এমুনেশন জিডি অফিসের কাছে হস্তান্তর করেন। জিডি অফিসার তৎকালীন সেকেন্ড অফিসার অরুণ দেববর্মার কাছে এগুলো হস্তান্তর করেন।

এরপর থেকেই ২৫ রাউন্ড গুলি উধাও হওয়ার ঘটনা শুরু হয়েছে। সেই সময় বর্তমান এসডিপিও মোহনপুরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেননি। যদিও থানার ওসি জয়ন্ত মালাকার এবং অন্যান্যরা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। গত ৩ তারিখ এই বিষয়টি পুলিশের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে জেলার পুলিশ সুপার শঙ্কর দেবনাথের টেবিল পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু শুরু থেকেই পুলিশের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা সন্দেহ জনক ছিল।

আর এই সন্দেহ থেকে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। গত তিন তারিখ গুলি গায়েব হওয়ার ঘটনা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আসতেই সিধাই থানার ওসি দুপুর থেকে রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত কোন দেহরক্ষী ছাড়া থানার বাইরে কোথায় ছিলেন? গভীর রাতে ওসি থানায় ফেরার প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যেই এসডিপি সব্যসাচী দেবনাথ কি কারনে আর্মস এমনেশন ইন্সপেকশনে আসেন? তাহলে ওসি ফিরে এসে গায়েব গুলির স্থানে ধার করা গুলি রাখার অপেক্ষায় ছিলেন এসডিপিউ? যেহেতু গুলি গায়েব হবার মত স্পর্শকাতর বিষয় দুপুরে আধিকারিকদের সামনে আসে এই বিষয়ে ইন্সপেকশন করতে রাত রাত ১২ টা বাজলো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়দোয়ালীতে ঘরে ঘরে বিজেপি কর্মসূচিতে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা। বুধবার তোলা নিজস্ব ছবি।

কসবা কালিবাড়ি থেকে জিবি বাজার পর্যন্ত টিআরটিসি'র বাস পরিষেবার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যের প্রাক'তিক সৌন্দর্য এবং উল্লেখযোগ্য পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে আরও আকর্ষনীয় করে দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।

ইতিমধ্যেই ডুম্বর জলাশয়, নারকেলকু', নীরমহল, ছবিমুড়া সহ বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে আরও আকর্ষনীয় করে গড়ে তোলা হয়েছে। আজ কমলাসাগরের কসবা কালিবাড়ি থেকে আগরতলার জিবি বাজার পর্যন্ত ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের যাত্রীবাহী বাস পরিষেবার উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় একথা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সার্কেল অফিস চালুর আর্জি জানালেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরব ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। বরাবরের মতোই ত্রিপুরার প্রাপ্তি ঝুলিকে স্ফীত করতে, সাংসদ হিসেবেও পুরনো ফর্মেই বিপ্লব। এদিন ত্রিপুরায় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একটি সার্কেল অফিস সূচনা করার আবেদন জানান তিনি।

বিপ্লব কুমার দেব বক্তব্য উপস্থানের পূর্বে প্রথমেই রাজ্যসভার অধ্যক্ষ ও সমস্ত সদস্যদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। আবেদনের সমর্থনে তিনি বলেন, ত্রিপুরায় একটি বৈচিত্র্যময় এবং অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিদ্যমান। ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান যেমন উনকোটি, পিলাক, বক্সনগর ইত্যাদির গৌরবউজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে।

ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির সংরক্ষণ ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে পৃথক দুর্ঘটনায় গুরুতর ব্যবসায়ীসহ তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। কৈলাসহর পাইতুরবাজারস্থিত মহাদেব বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় বাইক দুর্ঘটনা এক ব্যবসায়ী গুরুতরভাবে আহত হয়ে বর্তমানে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ কৈলাসহর পাইতুরবাজারস্থিত মহাদেব বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় একটি ভয়াভহ বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক বাইক চালক। দুর্ঘটনায় আহত বাইক চালক বর্তমানে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, আহত ওই বাইক চালকের নাম জয় ধর। বয়স ৩৫।

বাড়ি কৈলাসহর পুরপরিষদের অধীনে বিদ্যানগর ১৭ নং ওয়ার্ড এলাকায়। জয় ধরের কৈলাসহর হকার্স কর্নারে একটি দোকান রয়েছে বলে জানা যায়। দোকান লাগিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ৯ টা ৩০ মিনিট নাগাদ কৈলাসহর পাইতুরবাজার স্থিত মহাদেব বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। কোন গাড়ির ধাক্কায় এই দুর্ঘটনা নাকি একা একা বাইক দুর্ঘটনাটি ঘটে তা এখনো জানা যায়নি। বিকট শব্দে এলাকাবাসীরা এসে দেখতে পান যে জয় ধর রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছে। এলাকাবাসী খবর পাঠান কৈলাশহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। ঘটনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিনটি মহকুমায় পুনর্বাসন দেওয়া হল আরও ১৩৭ টি ব্রু শরণার্থী পরিবারকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। মিজোরাম থেকে আসা কাঞ্চনপুর মহকুমায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের ১৩৭ পরিবারকে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। কাঞ্চনপুর মহকুমার আশাপাড়া,নার্সিং পাড়া,হাজারছড়া ও নন্দীরামপাড়ায় গড়ে ওঠা অস্থায়ী শরণার্থী ক্যাম্প থেকে শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

সরকারিভাবে বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে শরনার্থী পরিবার গুলিকে কাঞ্চনপুর মহাকুমা শাসকের অফিসের সামনে জড়ো করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন পুনর্বাসন কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়। জানা গেছে ধলাই জেলার অন্তরগত গন্ডাছাড়ার উল্টা ছড়ায় মোট ৩৬ পরিবার, অমরপুর মহকুমার কালাজরিতে ২৬ পরিবার ও করবুক এলাকার শীলাছড়িতে ৭৫ পরিবার মোট ১৩৭ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

মহকুমা শাসকের অফিস থেকে ডিসিএম পুর্নরবাসনের নির্বাচীত পরিবারদের স্থানান্তরের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রার অনুমতি দেন। জানা গেছে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে মোট শরনার্থীদের ৩০ শতাংশ শরনার্থী পরিবারদের স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশিষ্ট পরিবারগুলিকে পুনর্বাসনের জন্য জোর কদমে কাছে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু শরণার্থী নেতাদের কূটচালে প্রক্রিয়া অনেকটা ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। যদিও আধিকারিকরা আশাবাদী নির্বাচনের পূর্বেই সম্পূর্ণ পুনর্গঠন প্রক্রিয়া উৎপন্ন হবে।

আমরণ অনশনে বসা চাকরীচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকরা আজ নামছেন রাজপথ অবরোধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। চাকুরীচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকরা আগামীকাল থেকে পুনরায় রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করবেন। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান চাকুরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা। শিক্ষকদের গণ অবস্থান আন্দোলন ৪৯ দিন পূর্ণ হল। চাকুরী ফিরে পাওয়ার দাবিতে তারা গত ২০ অক্টোবর থেকে রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে গণ অবস্থান আন্দোলনের শামিল হন।

টানা ৪৯ দিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে গেলেও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে চাকুরী ফিরিয়ে দেওয়ার কোন ধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। কত পয়লা ডিসেম্বর পুলিশ আধিকারিক আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সাক্ষাত করে বলেছিলেন ১ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারের অবস্থান তিনি স্পষ্ট করবেন। কিন্তু কথা রাখেননি পুলিশ আধিকারিক।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই আগামী কাল থেকে রাস্তায় নেমে তারা পুনরায় আন্দোলন শুরু করবেন। তাতে জনগণের কোন ধরনের অসুবিধা কিংবা আইনশৃঙ্খলা

পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে রাজ্য সরকার ও প্রশাসনকে দায়ী থাকবে থাকতে হবে বলেও তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে।

বড়দোয়ালীতে ঘরে ঘরে বিজেপি অভিযানে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ঘর ঘর বিজেপি কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বড়দোয়ালী কেন্দ্রের ২০ নাম্বার ও ৩১ নম্বর ওয়ার্ড এর বাড়ি বাড়ি প্রচারে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা। বিধানসভা নির্বাচন হাতেগোনা আর মাত্র কিছুদিন বাকি। নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসক দল প্রতিটি ভোটারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের মন জয় করার কৌশল শুরু করেছে।

ঘর ঘর বিজেপি কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বড়দোয়ালী কেন্দ্রের ২০ নাম্বার ও ৩১ নম্বর ওয়ার্ড এর বাড়ি বাড়ি প্রচারে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বুধবার সকাল থেকেই দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি এই দুটি বোর্ড এলাকার বিভিন্ন বাড়ি করে যান এবং সুবিধাভোগীদের সঙ্গে বিস্তারিত কথাবার্তা বলেন। এ বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা বলেন বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান জানিয়ে বাম কংগ্রেসের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথ প্রশস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিপুরার বীর সেনানীদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে বাম কংগ্রেসের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথ প্রশস্ত হল। বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন কমিটির উদ্যোগে স্বাধীনতার সংগ্রামে ত্রিপুরার বীর সেনানিদের শ্রদ্ধা ও স্মরণ শীর্ষক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিপুরার জনগণের অংশগ্রহণ আজও নানাভাবে সমাদৃত। ত্রিপুরা থেকে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের স্মরণে বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন কমিটির উদ্যোগে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন আসন্ন। হাতে সময় দুমাস। এই পরিস্থিতিতে বুধবার এক নয়া চিত্র দেখা গেছে আগরতলা প্রেসক্লাবে। একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। আগরতলা প্রেস ক্লাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিপুরার বীর সেনানি দের শ্রদ্ধা ও স্মরণ করার অনুষ্ঠান হয়।

স্বাধীনতা ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এদিন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী বক্তব্য রেখে বলেন, স্বাধীনতার পর্যাপ্ত বছর পূর্তিতে ধরনের অনুষ্ঠান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি আমাদের আরও বেশি শ্রদ্ধা ও স্মরণীয় হতে হবে। এবং চলতি বছর ৭৫ বছর পূর্তিতে শাসক দলের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি বলে অভিমত ব্যক্ত করেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব গ্রহণ করার সুযোগ গ্রহণ করেছিল সরকার। আর এই সময় গোটা দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল সরকারের। এমনটাই অভিমত ব্যক্ত করে জিতেন্দ্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়িতে নেই মিটার চৌদ্দ হাজার টাকার বিল পাঠাল নিগম

আদালতে যাচ্ছেন বিদ্যুৎ ভোক্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। বিদ্যুৎ সংযোগ না দিয়েই মোটা অংকের বিলের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জম্পুইজলার যুগল কিশোর নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক ব্যক্তি ভোক্তা আদালতে মামলা করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এবার বিদ্যুৎ দপ্তর সাধারণ মানুষের সাথে জালিয়াতি করে মোটা টাকা কামানোর ধান্দায় নেমে পড়েছে। এমনই এক চিত্র উঠে আসলো জম্পুইজলা মহকুমার যুগল কিশোর নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে।

জানা যায় গত ২০২০ সালে সরকারি ফ্রি বিদ্যুতের লাইন দিতে এসে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ওই এলাকার দেবব্রত সরকারের বাড়িতে ৪০০ টাকা প্রণামী নিয়ে উনার ঘরে শুধুমাত্র একটি বৈদ্যুতিক ফিউজ গ্যাং লাগিয়ে দেবব্রত সরকারের রেশন কার্ড এবং আধার কার্ডের জেরক্স কপি নিয়ে যায় এবং বলে যায় পরদিন এসে উনার বাড়িতে ফ্রি বিদ্যুতের লাইন কানেকশন দেওয়া হবে।কিন্তু তারপর থেকে এক বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ নিগমের কাউকেই দেখা যায়নি দেবব্রত সরকারের বাড়িতে বিদ্যুতের লাইন কানেকশন করতে। কিন্তু এক বছর পর হঠাৎ জম্পুইজলা

বিদ্যুৎ নিগম অফিসের এক কর্মচারী পাঁচ হাজার টাকার একটি বৈদ্যুতিক বিলের রশিদ নিয়ে হাজির হয় দেবব্রত সরকারের বাড়িতে। বিলের রশিদ দিতে এসে বিদ্যুৎ নিগম অফিসের ওই কর্মচারীও হতবাক হয়ে যায়। দেবব্রত সরকারের বাড়িতে কোন বিদ্যুতের লাইন দেখতে না পেয়ে যদিও তখন বিদ্যুৎ নিগম অফিসের ওই কর্মচারী দেবব্রত সরকারকে বিদ্যুতের বিলের ওই রশিদ না দিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরাইবাড়িতে পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৭ ডিসেম্বর।। মদ্যপান করে পুকুরে জলে স্নান করতে গিয়ে সলিল সমাধি বহিঃ রাজ্যের শ্রমিক।মৃত শ্রমিকের নাম জয়লাল মৃধা(৫০)।বাড়ি অসমের করিমগঞ্জ জেলার বালির বন এলাকায়। ঘটনা উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন জয়রাম পাড়ার রাম ঠাকুর মন্দির সংলগ্ন এলাকায়।

জানা গেছে,বুধবার বিকেল আনুমানিক পাঁচটা নাগাদ চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা মনিন্দ্র কুমার পালের বাড়ির পুকুরের জলে পড়ে মৃত্যু হয় জয়লাল মৃধা নামের বহিঃ রাজ্যের এক ব্যক্তির।মৃত ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবৎ ঐ বাড়িতে গৃহস্থের কাজ করতো।

ঘটনাটি বাড়ি মালিকের নজরে আসলে খবর দেওয়া হয় প্রেমতলা দমকল অফিসে। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ঐ শ্রমিককে উদ্ধার করে কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে নিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা □ বর্ষ-৬৯ □ সংখ্যা৫৮ □ ৮ ডিসেম্বর ২০২২ইং □ ২১ অগ্রহায়ণ □ বৃহস্পতিবার □১৪২৯ বঙ্গাব্দ

দিল্লির এমসিডি এপিপির দখলে

২০১৯-র লোকসভা ভোটে দিল্লির ৭টি আসনের সবগুলিতেই জয় পায় বিজেপি। এর পর থেকেই দিল্লি বিধানসভা দখল করা হইবে বলিয়া হুঙ্কার দিতে শুরু করেন পদ্ম-শিবিরের নেতা-নেত্রীরা। গত ২৪ বছর ধরিয়া বারবার চেষ্টা করিয়াও দিল্লি বিধানসভা দখল করিতে পারেনি গেরুয়া শিবির। ২০২০-র বিধানসভা ভোটে বিজেপির সেই আশা পূরণ হয়নি। তৃতীয়বারের জন্য জিতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হন এ পি পি সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ক্ষমতা দখলের পরই 'খয়রাতির' রাজনীতি শুরু করেন তিনি। বিদ্যুতের বিলে ছাড় দেওয়া থেকে শুরু করিয়া মহিলাদের সরকারি বাস বিনামূল্যে ভ্রমণের সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিল্লির সরকার। বিশ্লেষকদের দাবি, কেজরিওয়ালের এই খয়রাতির রাজনীতি তাঁহাকে দিল্লি এমসিডি দখল করিতে সাহায্য করিয়াছে। এ পি পি বোর্ড গঠন করিলে গৃহ নির্মাণ থেকে শুরু করিয়া বাড়ির করে ছাড় মিলিতে পারে। পানীয় জলের পরিষেবার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা মিলিতে পারে বলে আশা করিয়াছেন ভোটাররা। এমসিডি-র ভোটে সেটাই প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। এছাড়া ভোটের প্রচারে লাগাতার ব্যক্তি আক্রমণের রাস্তায় হাঁটিয়াছিল পদ্ম-শিবির। এটাও দিল্লিবাসী ভালভাবে নেয়নি বলিয়া মনে করিতেছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। ভোটের মুখে গ্রেফতার হন কেজরি মন্ত্রিসভার সদস্য সত্যেন্দ্র জৈন। তিহাড় জেলেবন্দি অবস্থায় তাঁহার কিছু ভিডিও ভাইরাল হয়। সেই ভিডিওগুলিকে তুলিয়া ধরিয়া লাগাতার প্রচার চালায় বিজেপি। অন্যদিকে কেজরি ক্যাবিনেটের আরেক সদস্য মণীশ সিসোদিয়াকে দীর্ঘক্ষণ জেরা করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। নরেন্দ্র মোদি সরকারের এই পদক্ষেপও ভোটে প্রভাব ফেলিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। গত ২৪ বছর ধরিয়া দিল্লি বিধানসভা দখলে ব্যর্থ হইয়াছে বিজেপি। ২০১৯-র লোকসভা ভোটে দিল্লির ৭টি কেন্দ্রের সবক"টিতেই জিতেছিল পদ্ম শিবির। তার পর থেকেই দিল্লি বিধানসভা বিজেপি দখল করতে পারে বলে মনে করেছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। কিন্তু দিল্লি বিধানসভা ভোটে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা ধরে রাখেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লি পুরসভার ভোট ছিল কার্যত কেজরিওয়ালের মর্যাদার লড়াই। তাতেও শেষ হাসি হাসলেন তিনি। দিল্লি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বা এমসিডি দখল করল আম আদমি পার্টি বা এএপি। ১৫ বছর পর এমসিডি হাতছাড়া হল বিজেপির। এই খবর প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত ২৫০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১২৯টি ওয়ার্ডে জিতেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। দিল্লি এমসিডি নির্বাচনের ক্ষেত্রে এএপি জয়ী হবে বলে অধিকাংশ বুথ ফেরত সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছিল। গত ২৪ বছর ধরে দিল্লি বিধানসভা দখলে ব্যর্থ হইয়াছে বিজেপি। ২০১৯-র লোকসভা ভোটে দিল্লির ৭টি কেন্দ্রের সবক"টিতেই জিতেছিল পদ্ম শিবির। তার পর থেকেই দিল্লি বিধানসভা বিজেপি দখল করিতে পারে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। কিন্তু দিল্লি বিধানসভা ভোটে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা ধরিয়া রাখেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লি পুরসভার ভোট ছিল কার্যত কেজরিওয়ালের মর্যাদার লড়াই। তাহাতেও শেষ হাসি হাসলেন তিনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দাবি, ২০২৪-র লোকসভা ভোটের আগে দিল্লি পুরভোটে হার নিঃসন্দেহে অস্বস্তি বাড়াইল গেরুয়া শিবিরের।

'জিরো কোভিড নীতি' শিথিল করেছে চিন

বেজিং, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে জারি করা 'জিরো কোভিড নীতি' শিথিল করেছে চিন। যাদের হালকা বা কোনও উপসর্গ নেই এখন তারা বাড়িতেই থাকতে পারবেন, কোয়ারেন্টাইন ক্যাম্পে যেতে হবে না। এছাড়া, হাসপাতাল ও স্কুল ছাড়া জনসমাগম হয় এমন স্থানে যেতে পিসিআর পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বাতিল করেছে দেশটি। বুধবার জানা গেছে, দেশ জুড়ে মহামারি নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে নাগরিকদের বিক্ষোভের মাত্র এক সপ্তাহ পরে এই সিদ্ধান্ত নিল চিন সরকার।চিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে ঘোষণা করা হয়েছে- লকডাউনের মত বিধিনিষেধ আরও সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করা, নতুন কোন আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত না হলে পাঁচদিনের মধ্যে ওই এলাকায় লকডাউন বন্ধ করা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মহামারি আকারে আক্রান্ত না হলে সেগুলো খোলা রাখা। এর আগে গত ৩০ নভেম্বর চিনের গুয়াংজু ও চংকিং শহরের কর্তৃপক্ষ প্রথম কোভিড বিধিনিষেধ শিথিল করার ঘোষণা দেয়।শহরগুলোতে কর্তৃপক্ষ দোকানপাট, সুপার মার্কেট, জিমসহ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। পশ্চিম চিনের উরুমকি শহরে গত মাসে একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডে ১০ জনের প্রাণহানি ঘটে। বহুতল ভবনটি কোভিডবিধির আওতায় ছিল। ফলে ভবনটি থেকে বের হওয়া সহজ ছিল না। এরপর থেকেই দেশটিতে কোভিডবিধির বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির পর হাজারো মানুষ সড়কে নেমে আসে। তারা কোভিড লকডাউনের ইতি টানার দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে। বিক্ষোভ থেকে অনেকে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের পদত্যাগ দাবিও করে।

জর্জিয়ায় জয়, মার্কিন সিনেটে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল ডেমোক্র্যাটরা

ওয়াশিংটন, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : জর্জিয়ায় সিনেটর নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী হার্শেল ওয়াকারকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী রাফায়েল ওয়ার্নক। এই জয়ের মাধ্যমে মার্কিন সিনেটে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল ডেমোক্র্যাটরা। এই জয়ের ফলে কংগ্রেসের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করা সহজ হয়ে যাবে ক্ষমতাসীন বাইডেন প্রশাসনের। আগে থেকেই ডেমোক্র্যাটরা সিনেটে বেশি সংখ্যক আসন পেয়েছে। তবে জর্জিয়ায় জয়ে বাড়তি একটি আসন পাচ্ছে বাইডেনের দল। মার্কিন সিনেটে মোট ১০০টি আসন রয়েছে। এরমধ্যে ডেমোক্র্যাটরা পেয়েছে মোট ৫১টি আসন। রিপাবলিকানদের হাতে ৪৯টি। যদি নির্বাচনে উভয় দল সমান সংখ্যক আসন পেত, তাহলে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস একটি ভোট দিয়ে যেকোনো পক্ষকে জিতিয়ে দিতে পারতেন। তবে জর্জিয়ায় ডেমোক্র্যাটদের এই জয়ের ফলে কমলা হ্যারিসকে সেই কাজটি আর করতে হয়নি।সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকার ফলে সহজেই ফেডারেল বিচারপতির মনোনয়নের বিষয়টি অনুমোদন করতে পারবে ডেমোক্র্যাটরা।-হিন্দুস্থান

বিশ্ব ভারোত্তোলনে রুপো জিতলেন চানু

কলম্বো, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফের দেশকে গর্বিত করলেন ভারত্তোলক মীরাবাই চানু। অলিম্পিকের পর এবার কলম্বোর বিশ্ব ভারোত্তোলনের আসরে দেশের হয়ে রুপো জিতলেন চানু। অল্পের জন্য সোনা জিততে না পারলেও অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হউ জিহুইকে হারালেন তিনি।

কলম্বোয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নামার আগে থেকেই পদকজয়ের অন্যতম দাবিদার হিসাবে ধরা হচ্ছিল চানুকে। আগের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপেও তিনি রুপোর পদক জিতেছিলেন। এবারে সেই পারফরম্যান্সের থেকে উন্নতি করতে পারেন কিনা সেটাই ছিল দেখার। কিন্তু আগের মত এবারেও সামান্য ব্যবধানের জন্য সোনা হাতছাড়া হল তাঁর। এদিন চানু স্ন্যাচ এবং ক্লিন এন্ড জার্ক দুই বিভাগ মিলিয়ে ২০০ কেজির ভারোত্তোলন করেন। স্ন্যাচ বিভাগে চানু তোলেন ৮৭ কেজি ওজন। ক্লিন এন্ড জার্ক বিভাগে তিনি তোলেন ১১৩ কেজি। চিনের জিয়াং হুইহুয়া ২০৬ কেজি ওজন তুলে সোনা জিতেছেন। এটা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তার তৃতীয় সোনা। একটি রুপোর পদকও আগে পেয়েছেন চিনের এই ভারোত্তোলক। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হউ জিহুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় স্থান পেয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। তিনি দুই রাউন্ড মিলিয়ে ১৯৮ কেজি ওজন তুলেছেন। এটা বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে চানুর দ্বিতীয় পদক।

ব্রিটিশ ভারতে প্রথম মহিলা বিধায়ক ও সমাজ সংস্কারক মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি

ড. বিমলকুমার শীট

মানবিকতা ও উদারতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কারকেরা মহিলাদের আন্দোলন শুর করেন। ১৮৬৩ সালে ভারতের প্রথম মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে মহিলাদের অগ্রগতি ঘটতে থাকে। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও চন্দ্রমুখী বসু মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। মুম্বই কংগ্রেসে (১৮৮৯) নারী প্রতিনিধি দলের অন্যতম ছিলেন কাদম্বিনী এবং তিনিই ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম নারী বক্তা। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুখুলক্ষ্মী রেড্ডির সমাজ সংস্কারে, শিক্ষাবিদ হিসাবে এবং ভারতে প্রথম মহিলা বিধায়ক হিসাবে আইন প্রণয়নে তীর ভূমিকা কম ছিল না। অনেকগুলি ক্ষেত্রে মহিলাদের মধ্যে প্রথম শিরোপা ছিল তার।

১৮৮৬ সালে ৩০ জুলাই মুখুলশ্মী রেড্ডি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির দেশীয় রাজ্যে এক তামিল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এস কলেজের অধ্যক্ষ এবং মা চন্দ্রমল ছিলেন একজন দেবদাসী। তার পিতা দেবদাসীকে বিয়ে করার জন্য পরিবার থেকে বিতাড়িত হন। নারায়ণস্বামী ঐতিহ্য ভেঙে মেয়ে মুখুলক্ষকে স্কুলে পাঠান। মেয়ের শেখার জন্য উৎসাহ এতখানি প্রবল ছিল যে শিক্ষকরা অনুমোদিত বিষয় গুলির বাইরেও তীকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বয়ঃসন্ধি শুরুতে তাকে বিদ্যালয় ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে মুখুলক্ষ্মীর পড়া বন্ধ ছিল। পিতা তার বিয়ে দিতে চাইলেও মুখুলক্ষ তা করতে অস্বীকার করেন। যখন শিক্ষার প্রয়োজন তখন মুখুলক্ষমী এর তীব্র বিরোধিতা করতেন। মুথুললক্ষ্মী রেড্ডি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মহারাজাস কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করলে কলেজের অধ্যক্ষ এবং নি ছাত্রদের অভিভাবকেরা তার বিরোধিতা করেন। বিরোধিতার কারণ তিনি একজন নারী। পুদুকোষ্টাইর প্রগতিশীলমনস্ক মহারাজা এই সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে মুথুলক্ষ্মীকে কলেজে ভর্তির অনুমতি দেন, সেইসঙ্গে তাকে একটি বৃত্তিও প্রদান করেন। পিতা চাইছিলেন মেয়ে স্কুল শিক্ষিকা হোক কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়ে তা চাননি। তাই তিনি মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। ১৯১২ সালে তিনি তার ডাক্তারি পড়া শেষ করেন এবং চেন্নাইয়ের মহিলা ও শিশুদের জন্য সরকারি হাসপাতালে হাউস সার্জন হন। ১৯১৪ সালে যখন তার বয়স ২৮ বছর তখন তিনি ১৮৭২ সালের নেটিভ ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে ডা. সুন্দরা রেড্ডিকে বিয়ে করেন। বিয়ের শর্তই ছিল যে তার স্বামী তাকে সমকক্ষ হিসেবে সম্মান করবেন এবং তার ইচ্ছাকে কোনওদিন বাধা দেবেন না।

মুথুলক্ষ্মী কেবল তার ভালো কেরিয়ার গড়ার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের কথাও ভেবেছিলেন। তাই তিনি অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে দেখা করেন। সরোজিনী তখন ভারতের নানা স্থানে যুবকল্যাণ, শ্রমিক কল্যাণ, নারীমুক্তি ও জাতীয়তাবাদ বিষয়ে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছিলেন। ১৯২৫ সালে তিনি কানপুর কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি নির্বাচিত হন। সরোজিনী নাইডুর প্রভাবে মুথুলক্ষ্মী মহিলাদের সভাসমিতিতে নিয়মিত যোগ দিতে শুরু করেন। সেই সময় তিনি মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেন। এছাড়া দুই মহান ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধি ও অ্যানি বেসান্ত মুথুলক্ষ্মীর জীবনকে প্রভাবিত করেন। তাঁরা তাঁকে নারী ও শিশুদের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। এক সময় উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ইংলন্ডে যান কিন্তু মাদ্রাজ আইন পরিষদে প্রবেশের জন্য উইমেন্স ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অনুরোধে তা ছেড়ে দেন। ড. আম্বেদকরের জাস্টিস পার্টি মুথুলক্ষ্মীকে বিধানসভায় পাঠাতে চাইলেও তাতে তিনি রাজি হননি। ১৯২৬ সালে তিনি বিধানসভায় নির্বাচন হন এবং ভারতের কোনও আইনসভার সদস্য হওয়া প্রথম মহিলা তিনি। আইনসভার ডেপুটি চেয়ারপার্সনও নির্বাচিত হন। দেবদাসী বিলুপ্তিকরণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মুথুলক্ষ্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেই সঙ্গে ভারতে মহিলাদের জন্য ন্যূনতম বিবাহের বয়স বাড়াতে তিনি গভীরভূমিকা পালন করেছিলেন। সেই সময় তিনি সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলেন যে বিয়ের ন্যূনতম বয়স ছেলেদের জন্য কমপক্ষে ২১ এবং মেয়েদের জন্য ১৬ বছর করা হোক। তার নিরন্তর প্রচেষ্টার কারণে বিরোধিতা সত্ত্বেও বহুবিবাহ বিরোধী বিল প্রণীত হয়। তীর প্রচেষ্টায় পতিতালয় এবং নারী ও শিশুদের অনৈতিক পাচার দমনের জন্য বিল পাস হয়। পতিতালয় থেকে উদ্ধার করা মহিলাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন, সেই সঙ্গে তিনি মুসলিম মেয়েদের জন্য একটি ছাত্রীনিবাস খোলেন এবং হরিজন মেয়েদের জন্য বৃত্তির বন্দোবস্ত করেন। ১৯২৯ সালে সাইমন কমিশন যে হার্টগ কমিটি নিয়োগ করে তার অন্যতম মহিলাত্ত সদস্যত্ত ছিলেন মুথুলক্ষ্মীত্ত রেড্ডি। সেই সুবাদে তিনি সারা দেশ ভ্রমণ করেন। এই কমিটি শিক্ষা, সংখ্যালঘু শিক্ষা এবং অনগ্রসর শ্রেণির শিক্ষা ইত্যাদির উন্নতির জন্য সুপারিশ করেন। তবে এই সুপারিশ কেবল কাগজকলমে রয়ে গিয়েছিল কারণ ১৯২৯-৩০ সালে প্রবল অর্থনৈতিক মন্দা। ফলে তা বাস্তবায়ন করা যায়নি।

মুথুলক্ষ্মী ১৯১৭ সাল থেকে মহিলা ভারতীয় সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এর কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ উইমেন্স-এর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনে মুথুলক্ষ্মী যোগ দিয়েছিলেন। তিনি মহিলাদের জন্য মাসিক ম্যাগাজিন "স্ত্রী ধম? এর সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩০ সালে মাদ্রাজে আভাই হোম তাঁর প্রচেষ্টায় তৈরি হয়। এর অধীনে তিনি অনাথদের বিনামূল্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। মুথুলক্ষ্মীর সমাজসংস্কারে ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখ্য। তার বই My Experiencs as a Legislator আইনসভায় তার সমস্ত পরিষেবা রেকর্ড করেছে। কস্তরবা হাসপাতালে কাজ করার সময় তিনি নারী ও শিশুদের জন্য একটি বিশেষ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাশ করার জন্য চেষ্টা করেন। ফলে তীর অনুরোধে তৎকালীন সরকার ওই হাসপাতালে একটি শিশু বিভাগ চালু করে। মহিলা ভারতীয় সমিতির অধীনে মুথুলক্ষ্মী ক্যান্সার ত্রাণ তহবিল গঠন করেছিলেন। ৬৮ বছর বয়সে তিনি রাজ্য সমাজকল্যাণ বোর্ডের প্রথম চেয়ারপার্সন হন। চিলড্রেন এইড সোসাইটিতে তিনি অনেক উন্নতি সাধন করেন যার জন্য তাকে এর প্রথম সাম্মানিক সেক্রেটারি ও সংগঠক হিসেবে মনোনীত করা হয়। ১৯৩৫ সালে শতবর্ষ উদযাপনের ভাষণে মুখুলনী ক্যাসার রোগীদের জন্য একটি হাসপাতাল চালু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় ১৯৫২ সালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দ্বারা স্থাপনের মধ্য দিয়ে। ১৮ জুন ১৯৫৪ সালে চালু হওয়া হাসপাতালটি ভারতের দ্বিতীয় এই ধরনের হাসপাতাল ছিল। আজ এটি বছরে ৮০ হাজার ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা করে। মুথুলক্ষ্মী ক্যানসার প্রতিরোধে সেবা প্রদানকারী মহিলাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য একটি পুরস্কার চালু করেছিলেন। ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার তাঁর সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করে। ২২শে জুলাই ১৯৬৮ সালে মুথুলক্ষ্মীরেড্ডির জীবনাবসান হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কৃষ্ণগহ্বর: তলাবিহীন কুয়া

আবুল বাসার

গত সংখ্যার পর ।। তিনি বললেন, সূর্যের মতো ভারী বস্তু আসলে তার চারপাশের স্থান-কাল বাঁকিয়ে দিয়ে উপত্যকার মতো তৈরি করে। আর উপত্যকার ঢালুতে গড়িয়ে চলতে বাধ্য হয় পৃথিবী। আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের সারমর্ম হলো: বস্তু স্থান-কালকে বলে কীভাবে বাঁকতে হবে আর বক্র স্থান-কাল বস্তুকে বলে কীভাবে চলতে হবে।

আইনস্টাইনের তত্ত্বমতে, বক্র স্থান-কালই হলো মহাকর্ষ। আবার স্থান-কাল চার মাত্রিক। কিন্তু ত্রিমাত্রিক জীব হওয়ার কারণে স্থান-কালের এই উপত্যকাকে আমরা বুঝতে পারি না। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর মতো বস্তুর গতি ব্যাখ্যা করতে আমাদের তাই এতকাল মহাকর্ষের মতো একটা বল উদ্ভাবন করতে হয়েছে।

আলবার্ট আইনস্টাইন- আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন, বুধ গ্রহ সৌরজগতের সবচেয়ে ভারী বস্তু বা সূর্যের কাছাকাছি। বার্লিনে বিজ্ঞানী সমাজের কাছে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতা তত্ত্ব---সম্পর্কিত পেপারগুলো উপস্থাপন করে ১৯১৫ সালের নভেম্বরে। এর কয়েক দিনের মধ্যে পূর্ব রণাঙ্গনে শোয়ার্জশিল্ডের কাছে তাঁর কপিগুলো পৌঁছে গেল। পেপারগুলো পড়ে সাধারণ আপেক্ষিকতার প্রেমে পড়ে গেলেন তিনি। এর সৌন্দর্য ও দুঃসাহসিকতা উপলব্ধি করে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেলেন শোয়ার্জশিল্ড। কিন্তু এর চেয়েও বড় ব্যাপার হলো, এই পেপারগুলো তাঁকে যেন মুক্তি দিল যুদ্ধক্ষেত্রের হাহাকার আর বীভৎসতা থেকে। সারি সারি মৃতদেহ, ধ্বংসস্তূপ আর গুলি-গোলার শব্দ থেকে তাঁকে বহুদূরের কোনো শান্তির জায়গায় নিয়ে গেল। অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো, গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য গোলার গতিপথ হিসাব-নিকাশের ফাঁকে ফাঁকে তিনি অবসর পেতেন খুব সামান্যই। সেটুকু সময়েই এই তত্ত্বের পরিণতি সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে বসতেন।

আইনস্টাইন তত্ত্বটা ব্যবহার করেন, সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধের ধন্ধে ফেলে দেওয়া গতিপথ ব্যাখ্যায়। সৌরজগতে বুধের মতো গ্রহগুলো শুধু সূর্যের মহাকর্ষ দিয়েই নয়, অন্য গ্রহগুলোর মাধ্যাকর্ষণ দিয়েও প্রভাবিত হয়। মহাকাশে এর উপবৃত্তাকার কক্ষপথ ক্রমান্বয়ে বদলে যাওয়া বা অয়নচলনের কারণ আসলে এই গ্রহগুলো। এই প্রভাব আমলে নেওয়ার পর বুধের কক্ষপথ বেশ ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়।

আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন, বুধ গ্রহ সৌরজগতের সবচেয়ে ভারী বস্তু বা সূর্যের কাছাকাছি। এর মানে, গ্রহটির কক্ষপথ হবে যেকোনো গ্রহের চেয়ে সবচেয়ে বেশি বক্র স্থান-কালে। ফলে মহাকাশে তার গতিপথটাও প্রভাবিত হবে। আইনস্টাইন তাঁর এই তত্ত্ব ব্যবহার করে অঙ্ক কষে বুধের গতিপথ অনুমান করলেন। এরপর জ্যোতির্বিদদের মাধ্যমে মিলিয়ে দেখলেন, এই অনুমান প্রায় পুরোপুরি মিলে গেছে। সেটা ছিল তত্ত্বটার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা। কারণ, তত্ত্বটা বুধ গ্রহের খাপছাড়া গতি নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল। তবে নিউটনের সূত্রের গাণিতিক হিসাব যতটা সহজ-সরল, আইনস্টাইনের সমীকরণগুলো তেমন নয়। আইনস্টাইনের গাণিতিক হিসাবকে সেই বিচারে খাপছাড়া ও অমার্জিত মনে হয়। মূল সমস্যাটা হলো, তার আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের কলকবজা বেশ জটিল। এ তত্ত্বের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল বক্র স্থান-কালের গণিত। সেই বিশেষ গণিত গড়ে তুলেছিলেন উনিশ শতকের কয়েকজন বিজ্ঞানী। তাঁদের মধ্যে গণিতবিদ কার্ল ফ্রেডরিক গাউস এবং বার্নার্ড রিম্যানের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বে মাত্র একটা সমীকরণই মহাকর্ষ ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্বে সমীকরণ ছিল মোট ১০টি। তাই দেখা গেল, কোনো বস্তুর চারপাশের স্থান-কালের আকার নির্ণয় করা খুব কঠিন। এটা নির্ণয় করাকে তাত্ত্বিকভাবে বলা হয়, আইনস্টাইনের মহাকর্ষ ক্ষেত্র সমীকরণের সমাধান বা সলিউশন। একসময় খোদ আইনস্টাইন নিজেও একে চরম কঠিন বলে বিশ্বাস করতে লাগলেন। তাই সূর্যের চারপাশের বক্র স্থান-কালে বুধের গতিপথ ব্যাখ্যায় আসন্নতার আশ্রয় নেন। রিম্যানের বক্র স্থানের জ্যামিতির কথা আগেই জানতেন শোয়ার্জশিল্ড। যুদ্ধক্ষেত্রে কানফাটা গুলির আওয়াজের মধ্যে মাঝেমধ্যে ভাবতেন, আইনস্টাইনের চেয়েও তিনি ওই সমীকরণগুলোর জন্য ভালো সমাধান বের করতে পারবেন কি না। আইনস্টাইনের সমীকরণ ব্যবহার করে সূর্যের সমীকরণ স্থানীয় ভরের চারপাশের স্থান-কালের সঠিক ফর্মুলা কি খুঁজে পাওয়া যাবে? ফলে যা ও সুযোগ, একবার চেষ্টা করে দেখার কথা ভাবলেন শোয়ার্জশিল্ড। সে জন্য মৌলিক কিছু অনুমান সম্বল করে কাজে নামলেন তিনি। প্রথমত, সূর্য বা যেকোনো নক্ষত্র সুষমভাবে গোলীয়। দ্বিতীয়ত, তাদের চারপাশের স্থান-কাল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় না। তৃতীয়ত, স্থান-কালের বক্রতা দিকের ওপর নির্ভর করে না, বরং শুধু সূর্য থেকে ব্যাসার্ধীয় দূরত্বের (radial distance) ওপর নির্ভর করে। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এই অন্তর্জানের মাধ্যমে আইনস্টাইনের সমীকরণগুলো ব্যাপকভাবে সরলীকরণ করতে সক্ষম হন শোয়ার্জশিল্ড। এভাবে ১০টি সমীকরণ থেকে মাত্র একটাতে নামিয়ে আনা গেল। এরপর কিছু গাণিতিক ভেলকিবাজি প্রয়োগ করে দেখতে পান যে ওই একটিমাত্র সমীকরণের অনন্য একটা সমাধান রয়েছে। এভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন শোয়ার্জশিল্ড। সূর্যের চারপাশের বক্র স্থান-কালে কোনো আসন্নতা নয়, বরং একটা নিখুঁত বর্ণনা খুঁজে পান। সেটাই ছিল আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্বের প্রথম নিখুঁত কোনো সমাধান। এই সমাধান আবিষ্কারের মাধ্যমেই পদার্থবিজ্ঞানে শোয়ার্জশিল্ডের অমরত্বপ্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট ছিল। সমাধানটা ব্যবহার করে শোয়ার্জশিল্ড বেশ দ্রুত বুধ---সংক্রান্ত আইনস্টাইনের দাবি নিশ্চিত করলেন। তিনি দেখালেন, বুধের অয়নচলন এই সমাধানের মাধ্যমে বেশ ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। এই গাণিতিক হিসাব কাগজে লিখে ফেললেন তিনি। ১৯১৫ সালের ২২ ডিসেম্বর একটা চিঠিসহ সেই গণনাটা পাঠিয়ে দিলেন আইনস্টাইনকে। চিঠির শেষে লিখলেন, 'দেখতেই পাচ্ছেন, যুদ্ধটা আমার জন্য বেশ ফলদায়ক হয়েছে। তাই প্রচণ্ড গোলাগুলি সত্ত্বেও সবকিছু থেকে দূরে সরে আপনার ধারণার রাজ্যে পা ফেলার সুযোগ পাচ্ছি।'

কিন্তু শোয়ার্জশিল্ড বুঝতে পারেননি তাঁর মুখে হঠাৎ জেগে ওঠা ফোসকাগুলো কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। এই রোগের কারণেই শেষ পর্যন্ত জার্মান সেনাবাহিনীতে একসময় অযোগ্য হয়ে ওঠেন তিনি। আশ্রয় পান যুদ্ধক্ষেত্রের একটা হাসপাতালে।

তিন

রাজধানী বার্লিন, জার্মানি। পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গন থেকে হঠাৎ একটা চিঠি পেয়ে অবাক হলেন আইনস্টাইন। খামটা বেশ ভারী বলেই মনে হলো। প্রেরকের নাম কার্ল শোয়ার্জশিল্ড। অবশ্য চিঠির প্রেরককে সম্পর্কে আগেই শুনেছিলেন। ঘটনাটা অসাধারণ মনে হয়েছিল তাঁর কাছে। তিনি জানতেন, বার্লিন মানমন্দিরের এই পরিচালক বয়স ৪০ বছর হওয়া সত্ত্বেও কাইজারের সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছায় নাম লিখিয়েছিলেন। কিন্তু শোয়ার্জশিল্ড তাঁকে কী লিখতে পারেন? কেনই---বা চিঠি লিখেছেন তাঁকে? খাম ছিঁড়ে ভেতরে নিজের তত্ত্বের গাণিতিক হিসাব দেখে আরেক দফা অবাক হলেন আইনস্টাইন। পাতাভর্তি বীজগণিতের জটিল গণনা দ্রুতবেগে পড়তে শুরু করলেন। এক মাসও হয়নি প্রুশিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সেসে সাধারণ আপেক্ষিকতা তথা নতুন মহাকর্ষ তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। এরই মধ্যে সেটা শোয়ার্জশিল্ডের কাছে পৌঁছে গেছে? আইনস্টাইন বুঝতে বাকি রইল না, মাত্র কদিনেই শোয়ার্জশিল্ড তত্ত্বটিতে শুধু দক্ষ হয়ে ওঠেননি, একে নতুন একটা রাজ্যে নিয়ে গেছেন। এই চিঠিই তার প্রমাণ। সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রথম সঠিক সমাধান করেছেন ওই লোকটাই। অথচ কাজটাকে নিজের কাছে ভীষণ কঠিন ও অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ আইনস্টাইন। পরম আনন্দে শোয়ার্জশিল্ডকে চিঠির জবাব লিখতে বসলেন তিনি। লিখলেন, 'পরম আগ্রহ নিয়ে আমি আপনার লেখা পেপারটা পড়েছি। ধারণাই করতে পারিনি, এত সরল উপায়ে এ সমস্যার সমাধান কেউ কখনো করতে পারবে। এ বিষয়ে আপনার গাণিতিক প্রয়োগ খুব পছন্দ হয়েছে।'

পরের বৃহস্পতিবার প্রুশিয়ান একাডেমিতে শোয়ার্জশিল্ডের কাজটা উপস্থাপন করার প্রতিশ্রুতি দিলেন চিঠিতে। কথামতো ১৯১৬ সালের ১৩ জানুয়ারি শোয়ার্জশিল্ডের পেপারের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করলেন আইনস্টাইন।

গোটা বিশ্বে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীসবাইকে কৌতূহলের মধ্যে ফেলে দেবে মহাকাশের অদ্ভুতুড়ে বস্তুটি।

চার

তখনো পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনে হাসপাতালে শুয়ে দুরারোগ্য অসুখে অনিশ্চিত দিন কাটাচ্ছেন শোয়ার্জশিল্ড। আইনস্টাইনকে প্রথম যে পেপারটি পাঠিয়েছেন, সেটাকে বলা যায় প্রথম অংশ। এ বিষয়ে কাজ আসলে তখনো অনেকটা বাকি। প্রথম পেপারে তত্ত্বটা ব্যবহার করে তিনি একটা আদর্শ নক্ষত্র বা গোলীয় নক্ষত্রের সম্পর্ক গণনা করেন। তাতে ওই নক্ষত্রের চারপাশের বক্র স্থান-কালের সঠিক ব্যাখ্যা পান। কিন্তু নক্ষত্রটার ভেতরে কী ঘটছে? সেটা জানা তখনো বাকি ছিল। হাসপাতালে শুয়ে নিদারুণ কষ্ট সয়ে সে গণনা করছিলেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরেই ভাবছিলেন তিনি। মজার ব্যাপার হলো, এ—সংক্রান্ত গণনা নিয়ে যখন ব্যস্ত থাকেন, তখন তাঁর দেহের ব্যথা কোথায় যেন উবে যায়। বাস্তবতা থেকে হারিয়ে কোনো এক স্বপ্নলোকে বুঁদ হয়ে যান। রুটিনমাফিক নার্সরা এসে ডাকেন, 'প্রফেসর শোয়ার্জশিল্ড! আপনাকে ড্রেসিং করতে হবে...বিছানার চাদর বদলাতে হবে...আপনার একটু হাঁটা দরকার...।' আবারও বাস্তবের যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরেন বিজ্ঞানী কার্ল শোয়ার্জশিল্ড। যে যুদ্ধ একই সঙ্গে তাঁর মাতৃভূমি রক্ষার এবং নিজ দেহের দুরারোগ্য অসুখের সঙ্গেও।

একসময় চমকপ্রদ সমাধান হাজির হলো তাঁর হিসাবে। সেখানে এমন একটা বিষয় খুঁজে পেলেন, যা এককথায় অবিশ্বাস্য। মহাকাশের কোনো বস্তু যদি একটা নির্দিষ্ট ক্রান্তীয় ব্যাসার্ধে সংকুচিত করে ফেলা সম্ভব হয়, তাহলে স্থান-কাল এত বেশি বেঁকে যাবে যে সেটা আর নিছক উপত্যকার চেহারায় থাকে না। তার বদলে সেটা হয়ে যায় একটা গর্তের মতো। সেটাকে বলা যায় মহাকাশের তলাবিহীন কুয়া। এই কুয়ার মধ্যে কিছু পড়লে তা আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। এমনকি কোনো আলোও নয়। ওই নক্ষত্র তখন চিরকালের জন্য গোটা মহাবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেটা মহাকাশের ভেতর একটা গর্তের মতো আবির্ভূত হয়। ওই অদ্ভুত বস্তুর নাম কী হতে পারে?

না, কোনো নাম দেননি শোয়ার্জশিল্ড। তবে এককালে বিশ্বের প্রায় কারও এই বস্তুর নাম জানতে বাকি থাকবে না। বস্তুটির নাম দেওয়া হবে ব্ল্যাকহোল। বাংলায় বলা হবে কৃষ্ণগহ্বর বা কৃষ্ণবিবর। গোটা বিশ্বে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীসবাইকে কৌতূহলের মধ্যে ফেলে দেবে মহাকাশের অদ্ভুতুড়ে বস্তুটি। এই ক্রান্তীয় ব্যাসার্ধটা অবিশ্বাস্য রকমভাবে ছোট। স্থান-কালের সমাধান শোয়ার্জশিল্ড যেমনটা দেখিয়েছিলেন ঠিক তেমন। একদিন এই বস্তুর আবিষ্কারের জন্য ডাকা হবে এর আবিষ্কারের নামে। শোয়ার্জশিল্ড রেডিয়াস বা শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ। যেমন সূর্যকে যদি শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধে সংকুচিত করা হয়, তাহলে তা ৩ কিলোমিটারে দাঁড়াবে। আর পৃথিবীর আকৃতি হবে মাত্র ১ সেন্টিমিটার। সূর্য বা পৃথিবীকে যদি কখনো এই আকৃতিতে সংকুচিত করে ফেলা হয়, তাহলে চোখের নিমেষে তারা চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাবে।

সূর্য এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ১০ লাখ কিলোমিটারের বেশি। কাজেই তাকে শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধে সংকুচিত করা হলে তার ভেতরের পদার্থগুলো চরম ঘনত্বে এসে দাঁড়াবে। নিজের কষা হিসাব দেখে শোয়ার্জশিল্ড শুরুতে ভাবলেন, এটা খেপাটে ব্যাপার এবং হয়তো শুধু নিছক গাণিতিক পরিণতি। তবে বাস্তবে তার সম্ভাবনা একেবারেও উড়িয়েও দেননি। কারণ, তিনিই এককালে লিখেছিলেন, 'ইতিহাস বলে, গাণিতিক সমাধান প্রায়ই প্রকৃতিকে বুঝতে পারে, যেন গণিত আর পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে আগে থেকেই নির্ধারিত কোনো একধরনের হারমোনি রয়েছে।' সে কারণেই তিনি ভাবলেন, মহাকাশের এই দানবের অস্তিত্ব হয়তো থাকতেও পারে।

নিজের সদ্য লেখা দ্বিতীয় পেপারটা ভাঁজ করে খামে ভরলেন শোয়ার্জশিল্ড। সেটা সিল করে আর্দালিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে ডাকঘরে। প্রাপক আইনস্টাইন।

ওদিকে শোয়ার্জশিল্ডের শারীরিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকল। তাঁকে রণাঙ্গন থেকে ফিরিয়ে আনা হলো। কিন্তু তত দিনে সব আশা শেষ হয়ে গেছে।

পাঁচ

কয়েক দিন পরে শোয়ার্জশিল্ডের দ্বিতীয় পেপারটি এসে পৌঁছাল আইনস্টাইনের হাতে। এবারের গণনা দেখেও আগের মতোই বিস্মিত হলেন তিনি। ব্ল্যাকহোলের মতো একটা বস্তুর অস্তিত্ব দেখে ভীষণ চমকে উঠলেন তিনি, কিন্তু বস্তুটির অস্তিত্ব কিছুতেই মানতে পারলেন না। তবু ১৯১৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রুশিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সেসে শোয়ার্জশিল্ডের দ্বিতীয় পেপারটা উপস্থাপন করলেন আইনস্টাইন। মহাকাশের অদ্ভুতুড়ে একটা বস্তুর সম্ভাবনা সম্পর্কে সেই প্রথমবার জানতে পারল বিজ্ঞানী সমাজ। ওদিকে শোয়ার্জশিল্ডের শারীরিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকল। তাঁকে রণাঙ্গন থেকে ফিরিয়ে আনা হলো। কিন্তু তত দিনে সব আশা শেষ হয়ে গেছে। ১৯১৬ সালের ১১ মে মাত্র ৪২ বছর বয়সে মারা গেলেন কার্ল শোয়ার্জশিল্ড। তবে মৃত্যু হলো না তাঁর আবিষ্কৃত একটি জিনিসের। তাঁর সূত্র ধরে কৃষ্ণগহ্বরের জন্য আইনস্টাইনের সমীকরণের সমাধান অমর হয়ে গেল ইতিহাসে। **সমাপ্ত**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দিল্লি কর্পোরেশন ভোটে ২৫০ ওয়ার্ডের গণনা শুরু, বিজেপি-আপ-এর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : আজ বুধবার দিল্লির দিকে তাকিয়ে গোটা দেশ।
আজ সকাল থেকে দিল্লি পৌর কর্পোরেশনের ভোটের গণনা শুরু হয়েছে।
দিল্লি কর্পোরেশনের মসনদ কার দখলে আসবে, তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন। যদিও এদিন দুপুরে এই চিত্র পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।
সকাল ৮ থেকে ভোটের গণনা শুরু হয়েছে।
আবার আগামীকাল হিমাচল প্রদেশ ও গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা।
গত ৪ ডিসেম্বর দিল্লি পৌর কর্পোরেশনের ভোটগ্রহণ হয়। ভোটের আগে নির্বাচনী প্রচারে উচ্চমাত্রার লড়াই হয়েছিল, তাতে উভয় দলই বিজেপি ও আপ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার দাবি ও পাল্টা দাবি করেছিল। তবে, এদিন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবে।
সকাল ৮টায় শুরু হয় আড়াইশটি ওয়ার্ডের ভোট গণনা। প্রথম প্রবণতা এক ঘন্টার মধ্যে প্রত্যাশিত হবে কারণ দুপুরের মধ্যে চূড়ান্ত ফলাফল বেরিয়ে আসবে। সুষ্ঠুভাবে ভোট গণনা করতে দিল্লি পুলিশ নিরাপত্তা জোরদার করেছে। ২৫০টি ওয়ার্ডের জন্য ৪ ডিসেম্বর প্রায় ৫০ শতাংশ ভোটারের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং মোট ১,৩৪৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। মূলত বিজেপি, আপ এবং কংগ্রেসের মধ্যে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। গণনার জন্য, কমিশন শহর জুড়ে ৪২টি গণনা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। কমিশন ইতিমধ্যেই ৬৮ জন নির্বাচন পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা হয়েছে।

বীরভূমে পাঁচামিতে শুট আউটে মৃত বেড়ে দুই

সিউড়ি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : : বীরভূমের পাঁচামিতে শুট আউট কান্ড। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হল ধানা হাঁসদা নামে আরও একজনের। ধানা স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সোমবার রাতে মহম্মদবাজার থানার হাবরাপাহাড়ি গ্রামে গুলি করে খুন করা হয় পাথর খাদানের এক শ্রমিককে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন আরও একজন। মৃত্যু হয়েছিল ধানু শেখের। তিনি খাদানে ড্রিল করার কাজ করতেন। আহত হয়েছিল ধানা হাঁসদা। তাকে সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। ধানা হাঁসদার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই ধানা হাঁসদার মৃত্যু হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ।

৩৪ ঘণ্টা পর আমরণ অনশনের হুঁশিয়ারি দিয়ে ঘেরাও তুললেন মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়ারা

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : অবশেষে ৩৪ ঘণ্টা পর আমরণ অনশনের হুঁশিয়ারি দিয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা ঘেরাও তুলে নিলেন। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে সোমবার বিকেল থেকে কলেজের সভাপতি, সহ-সভাপতিসহ বেশ কয়েকজন নার্সিং কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কলেজের ভেতরে ঘেরাও করে রাখে শিক্ষার্থীরা। প্রশাসনিক ভবনে সবাইকে ঘেরাও করে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শুরু হয়, যার বিরুদ্ধে নার্সিং স্টাফরাও বিক্ষোভ শুরু করে এবং সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়।
মঙ্গলবার বিকেলে নার্সিং সুপার ও ৩ শিক্ষিকাকে ছেড়ে দিলেও বাকিদের প্রশাসনিক ব্লকে আটকে রেখেছিলেন তাঁরা। প্রায় ৩৪ ঘণ্টা পর মঙ্গলবার গভীর রাতে ওই ব্লকের গেট খুলে দেওয়া হয়। মেডিকেলের অধ্যক্ষ সহ বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে এখনও অনড় আন্দোলনকারীরা। দাবি না মানা হলে বুধবার দুপুর ২টো থেকে আমরণ অনশনের হুমকি দিয়েছেন তাঁরা।
মঙ্গলবার রাত দেড়টা নাগাদ সাংবাদিক সম্মেলন করে বিক্ষোভকারী ছাত্ররা জানিয়ে দেন, আপাতত ঘেরাও তুলে নিচ্ছেন। দুপুর দুটো পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। তার মধ্যে কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ সুনিশ্চিত করা-সহ তিনটি দাবি মেনে না নিলে আমরণ অনশনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। তৃতীয় বর্ষের ছাত্র অনিকেত ধর বলেন, "আমরা অবস্থান তুলে নিচ্ছি। দুপুর ২টো পর্যন্ত সময় আছে। ২২ তারিখ নির্বাচনের যে তারিখ দিয়েছিলেন, প্রিন্সিপ্যাল রুমে আমাদের খুনের যে হুমকি দেওয়া হয়েছে, তার তদন্ত চাই। দাবি না মানলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আমরা আমরণ অনশন পথে যাব।"
তবে এদিন শিক্ষার্থীদের ঘেরাও শেষ হতেই মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানরা রোগীদের পরিষেবা দিতে শুরু করেন। তবে শিক্ষার্থীরা আমরণ অনশনে বসলে বা কোনওভাবে আবার আন্দোলন শুরু হলে চিকিৎসা সেবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে সূত্র জানিয়েছে।

সংসদ সুষ্ঠুভাবে চালাতে বিরোধীদের সহযোগিতা করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে বুধবার সমস্ত রাজনৈতিক দলের ফ্লোর নেতাদের হাউসের সুষ্ঠু পরিচালনায় সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি সংসদের আলোচনায় তরুণ সংসদ সদস্যদের আরও বেশি করে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান তিনি। আজ থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন।
অধিবেশনের আগে মিডিয়ার সাথে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি২০ দেশগুলির সভাপতিত্ব হাউসের মসৃণ কার্যকারিতা এবং উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় চেয়ারম্যান হিসাবে প্রথমবারের মত হাউসের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য ভারতকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি নিশ্চিত যে, সব রাজনৈতিক দল আলোচনায় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে সমৃদ্ধ করবে। একই সময়ে, আপনি আপনার চিন্তাকে নতুন শক্তি দেবেন এবং দিকটি স্পষ্টভাবে হাইলাইট করতে সহায়তা করবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন ও তরুণ সংসদ সদস্যদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গণতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করতে হলে তাদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।
ভারত জি ২০-এর সভাপতিত্ব পাওয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এটি বিশ্বের কাছে তার সম্ভাবনা দেখানোর একটি বড় সুযোগ। তিনি আরও বলেন, এই অধিবেশন বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে ভারতের অগ্রগতির কথা মাথায় রেখে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেবে, দেশকে উন্নয়নের উচ্চতায় নিয়ে যাবে। সব রাজনৈতিক দল আলোচনাকে আরও অর্থবহ ও সমৃদ্ধ করবে বলে তিনি আশাবাদী।

রাজ্যসভার চেয়ারম্যান পদে যাত্রা শুরু ধনখড়ের, শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : শুরু হল সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। বুধবার রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসেবে অফিসিয়ালি ঘোষণা করা হল উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের নাম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যসভার শীতকালীন অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জগদীপ ধনখড়ের নাম ঘোষণা করেন। জগদীপ ধনখড়কে তিনি "কৃষক পুত্র" হিসেবে সম্বোধন করেন। তাঁর কথায়, 'রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসেবে উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় দেশকে আরও গৌরবান্বিত করবেন।'
এদিন সংসদের শীতলকালীন অধিবেশনের প্রথম ভাষণে রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'আমাদের দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ একজন দলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন। বর্তমান উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় একজন কৃষক পুত্র। আইন সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান রয়েছে। ফলে তাঁর ভূমিকা রাজ্যসভায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর উপস্থিতি রাজ্যসভা তথা সংসদকে আরও গৌরবজ্জ্বল করে তুলবে।'
একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের দেশের সংসদই সকলকে পথ দেখাবে। রাজ্যসভা আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। আমাদের একাধিক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। আজাদির অমৃত মহোৎসব চলাকালীণ সংসদের শীতকালীণ অধিবেশন শুরু হল। ফলে রাজ্যসভার গুরুত্ব অপরিসীম।

শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বার্নপুর সেল ইসকো কারখানায়

আসানসোল, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : আসানসোলের বার্নপুর সেল ইসকো কারখানায় এক শ্রমিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। বুধবার মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ চলে কারখানার হাসপাতালে। মঙ্গলবার গভীর রাতে কর্মরত অবস্থায় ওই শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় বলে জানা যাচ্ছে।
বুধবার সকাল পর্যন্ত শ্রমিকদের বিক্ষোভ চলে কারখানায়। মৃত ঠিকা শ্রমিকের নাম সুজয় শীল। এই শ্রমিক যে জায়গায় কাজ করে সেই জায়গায় সাধারণত গ্যাস লিক হয় বলে অভিযোগ কারখানার শ্রমিক ইউনিয়নের। সুজয়ের মৃত্যু গ্যাস লিক হওয়ার কারণেই হয়েছে বলে দাবি শ্রমিকদের। যদিও কারখানা কর্তৃপক্ষ এই দাবি কোনওমতেই মানতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত শ্রমিক ও কারখানা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয় ময়নাতদন্ত করা হবে। যদি গ্যাস লিকের মাধ্যমে মারা যায় অর্থাৎ কারখানার গাফিলতিতে শ্রমিকের মৃত্যু হয়, তাহলে তাঁর পরিবারের কোন এক ব্যক্তি স্থায়ী চাকরি পাবেন। এই দাবি মেনে নেওয়ার পর শ্রমিকরা বিক্ষোভ তুলে নেন।

বকটুইয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেফতার প্রধান ষড়যন্ত্রকারী জাহাঙ্গীর শেখ

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : বীরভূমের বকটুইয়ে ১০ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জাহাঙ্গীর শেখকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। বুধবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঝাড়খণ্ড সীমান্তের কাছে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।
সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত ব্যক্তির নাম জাহাঙ্গির শেখ। রামপুরহাটের বকটুই গ্রামে বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখকে বোমা মেরে খুনের ঘটনার পর গ্রামে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল জাহাঙ্গির শেখের। ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিল এই অভিযুক্ত। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অবশেষে মঙ্গলবার তাকে ঝাড়খণ্ড সীমান্ত এলাকা থেকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন গোয়েন্দারা। সম্পর্কে সে ভাদু শেখের সৎ ভাই। সিবিআইয়ের তরফে জানানো হয়েছে, 'বগটুই কাণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে জাহাঙ্গির শেখের তল্লাশি চলছিল। ভিনরাজ্যে আত্মগোপন করেছিল সে। অবশেষে ঝাড়খণ্ড সীমানা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।' শনিবার এই মামলায় অপর অভিযুক্ত লালন শেখকে ঝাড়খণ্ডের পাকুর জেলা থেকে গ্রেফতার করা হয়।
উল্লেখ্য, ২১ মার্চ রাতে বীরভূম জেলার রামপুরহাটের বকটুই গ্রামে বোমা মেরে খুন করা হয় বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখকে। সেই ঘটনার পর রামপুরহাটের বকটুই গ্রামে ১০টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। শিশু ও মহিলা-সহ কম করে ৯ জনের মৃত্যু হয় অগ্নিকাণ্ডে। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে বর্তমানে বকটুই এবং ভাদু শেখ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছে সিবিআই।

সল্টলেকের কল সেন্টারে আন্তর্জাতিক জালিয়াতির পর্দা ফাঁস, গ্রেফতার ১১

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের কম্পিউটার হ্যাক করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পর্দা ফাঁস হল সল্টলেকে একটি কল সেন্টার। মঙ্গলবার গভীর রাতে পুলিশ ওই অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে আটক করে।
বুধবার বিকেলে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট জারি করা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের মারলিন ইনফিনিটি টাওয়ারের ৯ ফ্লোরে কিছুদিন ধরেই একটি ভুয়ো কল সেন্টার চালাচ্ছিল বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। তদন্ত শুরু করে পুলিশ জানতে পারে অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের কম্পিউটারে সফটওয়্যার দিয়ে একসেস নিতেন এই প্রতারকরা। এরপরই সেই ভুয়ো কল সেন্টার থেকে ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল ব্যবহার করে অভিযুক্তরা ফোন করতেন অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের। সেখানে তাঁদের মাইক্রোসফট সংস্থার কর্মী হিসাবে পরিচয় দিয়ে টেকনিক্যাল সাপোর্টের জন্যে আবেদন জানতেন। এই আবেদনে সাড়া দিলে তাদের জানানো হতো টেকনিক্যাল সাপোর্ট নিতে গেলে তাদের অনলাইন মানি ট্রান্সফার অ্যাপের ওয়ালেটে রিচার্জ করতে হবে। সেই ওয়ালেটে বিদেশি নাগরিকরা নিজেদের ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের নম্বর দিয়ে রিচার্জ করলে সেই তথ্য এসে পৌঁছত প্রতারকদের হাতে। এরপরই সেই তথ্য ব্যবহার করে বিদেশি অ্যাপের থেকে বিদেশি নাগরিকদের টাকা ট্রান্সফার করা হত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। এরপরই সেই টাকা অভিযুক্তরা সুইফ ট্রান্সফার একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাকাউন্ট থেকে নিয়ে আসতেন ভারতীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে সেক্টর ফাইভের ভুয়ো কল সেন্টারে হানা দেয় বিধাননগর ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। সেখান থেকে ১১ জনকে গ্রেফতার করে বিধাননগর ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে কম্পিউটার, হার্ড ডিস্ক, ল্যাপটপ, স্মার্ট ফোন, রাউটার, সার্টিফিকেট, অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার, স্ক্রিপ্ট এবং কাস্টমার ডেটা, এবং রাবার স্ট্যাম্প, ডেবিট কার্ড, চেক বই এবং নথি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

ডুয়ার্সে লোকালয়ে হাতির তাণ্ডব অব্যাহত, মৃত্যু দুজনের

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে বানারহাটের কলাবাড়ি চা বাগানের গাড়া লাইনে হাতির হানায় মৃত্যু হল একই পরিবারের দুজনের। সেই সঙ্গে আহত হন সেই পরিবারেরই আরও দুই সদস্য। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে। মৃতদের নাম বাবুরাম মাজি (৬৩) ও বাহামুনি মাজি (৫৬)।
জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে তিনটি হাতি ডায়নার জঙ্গল থেকে কলাবাড়ি এলাকায় খাবারের সন্ধানে ঢুকে পড়ে।সেই দলেরই একটি হাতি দলছুট হয়ে বাগানের গাড়ালাইন বস্তিতে ঢুকে পড়ে তাণ্ডব চালায়। সেখানেই হাতির হামলায় প্রাণ যায় দুজনের। আহত হন আরও দুই ব্যাক্তি। বাবুরামরা দু'জনে কলাবাড়ি চা বাগানের গাড়া লাইনের বাসিন্দা। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণী স্কোয়াডের কর্মীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাদেরকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে যায় বানারহাট থানার পুলিশও। দীর্ঘক্ষণ বনকর্মীদের গ্রামে আটকে রাখা হয়, মৃতদেহ তুলতে বাধা দেওয়া হয়।
অভিযোগ, প্রায় প্রতিদিন রাতেই জঙ্গল থেকে হাতির দল লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে খাবারের সন্ধানে। ঘরবাড়ি ভাঙছে, ক্ষতি করছে চাষের ফসল। বনদফতরের কাছে অভিযোগ জানিয়ে কোন লাভ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। মিলছে না ক্ষতিপূরণ। এমনকি যারা বন্যপ্রাণী হামলা আহত হচ্ছে, তাঁদেরও সঠিকভাবে চিকিৎসা করানো হচ্ছে না বলেও অভিযোগ। গ্রামবাসীদের হাতে রাতভর আটকা থাকার পর ভোর নাগাদ মৃতদেহ তুলতে দেন গ্রামবাসীরা। ভোররাতে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় বানারহাট থানায়। বুধবার সেই দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান হবে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে।

জম্মুর সিদ্ধায় বিস্ফোরণের পর নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাশি অভিযান অব্যাহত

জম্মু, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : মঙ্গলবার গভীর রাতে জম্মুর সিদ্ধা এলাকায় তাওয়াই ব্রিজের কাছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পর নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাশি অভিযান চলছে। নিরাপত্তা বাহিনী বুধবার সকালে সেতুর কাছে বন ও তাউই নদী এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে।
সিদ্ধা এলাকায় টাউই ব্রিজের কাছে একটি পুলিশ নাকা পোস্ট রয়েছে। ব্লকে টহলরত জওয়ানরা গভীর রাতে বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শুনতে পান। খবর পেয়ে পুলিশের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা সেখানে যান। এর পরে, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের অ্যান্টি-টেররিস্ট স্কোয়াড, স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের সৈন্যদের ডাকা হয়। বিস্ফোরণের পরপরই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। রাতের আঁধারের কারণে নিরাপত্তা বাহিনী নিবিড় তল্লাশি অভিযান চালাতে পারেনি। বুধবার সকাল থেকে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়।

আঙুলে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লেন রোহিত শর্মা, নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালের

ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারত-বাংলাদেশ দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের শুরুতেই বড় ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে। আঙুলে গুরুতর চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। এনামুল হক বিজয়ের ক্যাচ ধরতে গিয়ে হাতে চোট পান রোহিত। রোহিতের চোট বেশ গুরুতরই। হাতের স্ক্যান করানোর সঙ্গে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।
বুধবার টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশি অধিনায়ক লিটন দাস। সেকেন্ড স্লিপে ফিল্ডিং করছিলেন রোহিত। সেই সময়ই ঘটে দুর্ঘটনা। মহম্মদ সিরাজের ডেলিভারিতে বাংলাদেশি ওপেনার অনামুল হক স্লিপে ক্যাচ তোলেন। কিন্তু তা মিস করেন রোহিত। বলটি ধরার আগেই আঙুলে চোট লাগে তাঁর। বিসিসিআইয়ের তরফে টুইট করে জানানো হয়, "বুড়ো আঙুলে চোট পেয়েছেন রোহিত। বোর্ডের মেডিক্যাল টিম তাঁর চিকিৎসা করছে। চোট কতখানি গুরুতর তা বোঝার জন্য স্ক্যান করা হচ্ছে।" তাঁকে এক্স-রের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর।

বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, খাটের নিচে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচল তৃণমূল নেতাব

ভাঙর, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : মঙ্গলবার রাতে তৃণমূল নেতার বাড়ির লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে ভাঙড়ে। ঘটনাস্থলে যায় ভাঙড় থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। তৃণমূল নেতার বাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার একাধিক গুলির খোল। ওই তৃণমূল নেতা কোনওরকমে লুকিয়ে প্রাণে বাঁচেন। গোষ্ঠী কোন্দলের কারণেই তাঁর বাড়িতে গুলি চালনার ঘটনা ঘটল বলে জানিয়েছেন ওই তৃণমূল নেতা। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে ভাঙড়ের বড়ালী গ্রামের একজনের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় তৃণমূল নেতা ফজল করিমের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। প্রায় ১২ রাউন্ড মতন গুলি চালানোর অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর এখনও তাজা বোমা পড়ে আছে এলাকায়। ভাঙড়ের বড়ালী গ্রামের ঘটনায় উঠে আসছে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের বিষয়।

ভারতের বিরুদ্ধে টসে জিতে ব্যাট করছে বাংলাদেশ

ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারতের বিরুদ্ধে টসে জিতে ব্যাট করছে বাংলাদেশ। বুধবার মিরপুরের শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশি অধিনায়ক লিটন দাস। ম্যাচ জিতলেই সিরিজ জয়ের হাতছানি। প্রথম ম্যাচে অবিশ্বাস্য জয়ে এখন দ্বিতীয়টিতে জিতলেই তিন ম্যাচের সিরিজ নিশ্চিত হবে বাংলাদেশের। এমন সমীকরণ সামনে রেখে বুধবার মিরপুরের শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। এই ম্যাচে ভারতীয় একাদশে দুই পরিবর্তন এসেছে। অক্ষর প্যাটেল ও উমরান মালিক ঢুকেছেন প্রথম একাদশে। বাদ পড়েছেন শাহবাজ আহমেদ ও কুলদ্বীপ সেন। অন্যদিকে,একটি পরিবর্তন এনেছে আয়োজক বাংলাদেশ। পেসার হাসান মাহমুদের জায়গায় দলে এসেছেন স্পিনার নাসুম আহমেদ।
ভারতীয় প্রথম একাদশ : রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শেখর ধাওয়ান, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আয়ার, লোকেশ রাহুল, ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটেল, শার্দুল ঠাকুর, দ্বীপক চাহার, মোহাম্মদ সিরাজ, উমরান মালিক।
বাংলাদেশের প্রথম একাদশ : লিটন দাস (অধিনায়ক), এনামুল হক বিজয়, নাজমুল হোসেন শান্ত, সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, আফিফ হোসেন, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, এবাদত হোসেন।

ভারতের বিরুদ্ধে টসে জিতে ব্যাট করছে বাংলাদেশ

ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারতের বিরুদ্ধে টসে জিতে ব্যাট করছে বাংলাদেশ। বুধবার মিরপুরের শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশি অধিনায়ক লিটন দাস। ম্যাচ জিতলেই সিরিজ জয়ের হাতছানি। প্রথম ম্যাচে অবিশ্বাস্য জয়ে এখন দ্বিতীয়টিতে জিতলেই তিন ম্যাচের সিরিজ নিশ্চিত হবে বাংলাদেশের। এমন সমীকরণ সামনে রেখে বুধবার মিরপুরের শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। এই ম্যাচে ভারতীয় একাদশে দুই পরিবর্তন এসেছে। অক্ষর প্যাটেল ও উমরান মালিক ঢুকেছেন প্রথম একাদশে। বাদ পড়েছেন শাহবাজ আহমেদ ও কুলদ্বীপ সেন। অন্যদিকে,একটি পরিবর্তন এনেছে আয়োজক বাংলাদেশ। পেসার হাসান মাহমুদের জায়গায় দলে এসেছেন স্পিনার নাসুম আহমেদ।
ভারতীয় প্রথম একাদশ : রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শেখর ধাওয়ান, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আয়ার, লোকেশ রাহুল, ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটেল, শার্দুল ঠাকুর, দ্বীপক চাহার, মোহাম্মদ সিরাজ, উমরান মালিক।
বাংলাদেশের প্রথম একাদশ : লিটন দাস (অধিনায়ক), এনামুল হক বিজয়, নাজমুল হোসেন শান্ত, সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, আফিফ হোসেন, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, এবাদত হোসেন।

জলপাইগুড়িতে সেতুর রেলিং থেকে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির দিনবাজার করলা সেতুর রেলিং থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার সকালে ওই যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান আশপাশের লোকজন। মৃতের পরিচয় জানা যায়নি।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়েছে। যার ভেতর যুবকের জামাকাপড় ছাড়া পরিচয় জানার মত কোনও কিছু পাওয়া যায়নি। যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। কোতয়ালি থানার পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জলপাইগুড়িতে সেতুর রেলিং থেকে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির দিনবাজার করলা সেতুর রেলিং থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার সকালে ওই যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান আশপাশের লোকজন। মৃতের পরিচয় জানা যায়নি।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়েছে। যার ভেতর যুবকের জামাকাপড় ছাড়া পরিচয় জানার মত কোনও কিছু পাওয়া যায়নি। যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। কোতয়ালি থানার পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মেলিন্ডা গেটসের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ

লখনউ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বুধবার বিল গেটস ফাউন্ডেশনের কো-চেয়ার মেলিন্ডা গেটসের সঙ্গে দেখা করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে এই বৈঠক হয়। মিলিন্দা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একাধিক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশ শুধু দেশের জন্য নয়, সারা বিশ্বের কাছে মডেল হয়ে উঠতে পারে। গেটস ফাউন্ডেশনের কাজের প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বৈঠকে উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক এবং মুখ্য সচিব দুর্গাশঙ্কর মিশ্র এবং সরকারের অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্ক দিনহাটায়

দিনহাটা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারের দিনহাটায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বুধবার দিনহাটা থানার ওকরাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোটফলিমারি গ্রামের রাস্তায় বোমাটি পড়ে থাকতে দেখেন বাসিন্দারা। খবর যায় দিনহাটা থানায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে বোমাটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে লোকসভা, বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল দিনহাটা মহকুমা। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় মহকুমাজুড়ে নতুন করে আতঙ্ক ছড়াল। বোমা-বারুদ মুক্ত এলাকার দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

লোকসভা কার্যকারিতা দুপুর ২টা পর্যন্ত মুলতবি

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : লোকসভায় কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী সহ লোকসভায় বিরোধী দলগুলিকে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি উত্থাপন করায় লোকসভা দুপুর ২টা পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে। সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদব সহ আটজন প্রাক্তন সদস্যকে উজ্জ্বল শ্রদ্ধা জানানোর পরে লোকসভার কার্যবিবরণী এদিন দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছিল। শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে সকাল ১১ টায় হাউস মিলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা যাদব এবং প্রাক্তন সাংসদদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেন, সমাজে তাদের অবদান চিরকাল স্মরণ করা হবে। মুলায়ম সিং যাদব সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বিড়লা বলেন, তিনি ১০ অক্টোবর তাঁর মৃত্যুর সময় মইনপুরী লোকসভা আসনের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং সাতবার নিম্নকক্ষে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিন মেয়াদে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

জম্মু ও কাশ্মীরে ৩.০ মাত্রার ভূমিকম্প

জম্মু, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে ভূমিকম্প। বুধবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরে মৃদু কম্পন অনুভূত হয়। সকাল ৯:১৫ মিনিটে রিখটার স্কেলে ৩.০ মাত্রার একটি ভূমিকম্প ঘটে। ভাদেরওয়াহ, কাঠুয়া, ডোডা, উধমপুর, জম্মু, কাটরা এবং শ্রীনগরে কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মাটির ১০ কিলোমিটার গভীরে। বর্তমানে এই ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও তথ্য নেই। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজিও জম্মু ও কাশ্মীরে ভূমিকম্পের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

শীতের এই সবজি দিয়ে বানিয়ে নিন "হেলদি" স্ন্যাকস

ডায়াবেটিস মানেই খাওয়া-দাওয়া নিয়ে সচেতন থাকতে হয়। তবে শীতের মরশুমের একটা সুবিধা রয়েছে। এই সময় এত বেশি সবজি পাওয়া যায় যে সেগুলো আদতে স্বাস্থ্যের উপকার করে। এমনই একটি আনাজ হল বিটরুট। একমাত্র শীতের সময়ই এই বিটরুট পাওয়া যায়। আর রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রেও বিটরুটের জুড়ি মেলা ভার। ২০১৪ সালের এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে বিটরুটের রস খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। পাশাপাশি এই সবজির মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা ফ্রি র‌্যাডিকেলের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। এতে আমাদের শরীর একাধিক রোগের হাত থেকে রক্ষা পায়। এছাড়াও বিটরুট কিডনি সমস্যা, ডায়াবেটিসে পায়ের সমস্যা এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। শরীরকে ফিট রাখতে গেলে বিটরুটের রস খাওয়া জরুরি। কিন্তু সেটা সব সময় সম্ভব হয় না। তাছাড়া এই মরশুমে সকলেই মুখরোচক খাবার খেতে চায়। এক্ষেত্রে আপনি বানিয়ে নিতে পারে বিটরুটের কাবাব।

বিটরুটের কাবাব তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ: ২টো বিটরুট, ২টো আলু, ১ চামচ জিরে গুঁড়ো, ১/২ কাপ ওটস, ১ টেবিল চামচ আদা বাটা, ১ টেবিল চামচ রসুন বাটা, ২টো কাঁচা লঙ্কা কুচি, ১ চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো, ১ চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ আমচুর পাউডার, ১/২ চা চামচ চাট মশলা, স্বাদ অনুযায়ী নুন, ১/২ চামচ লেবুর রস, ১ কাপ ধনে পাতা কুচি, ২ চামচ তেল।

বিটরুটের কাবাব তৈরি করার পদ্ধতি: বিটরুট ও আলু সেদ্ধ করে রেখে দিন। শুকনো কড়াইতে ওটস নেড়ে নিন। ওটস মিক্সিতে গুঁড়ো করে নেবেন। এবার একটি বড় বাটিতে সেদ্ধ করে রাখা আলু ও বিটরুট ম্যাশ করে নিন। এবার এতে ১ টেবিল চামচ আদা ও ১ টেবিল চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিন। এতে এক মুঠো ধনে পাতা দিয়ে দিন। ২টো কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে দিয়ে দিন। এবার এতে ১/২ কাপ ওটসের গুঁড়ো, ১ চামচ জিরে গুঁড়ো, ১/২ চামচ লাল লঙ্কা গুঁড়ো, ১/২ চামচ লেবুর রস এবং স্বাদ অনুযায়ী নুন দিয়ে দিন। উপকরণগুলো একে-অপরের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। ভাল করে এটা মেখে নেবেন। এই মিশ্রণ থেকে ছোট ছোট বল কেটে নিন। হাতের তালুর সাহায্যে গোল আকার দিন। এবার এর উপর দিয়েও ওটসের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। এবার কড়াইতে তেল গরম করুন। তেল গরম হয়ে গেলে এতে কাবাবগুলো ভাল করে ভেজে নিন। পুদিনার চাটনি দিয়ে পরিবেশন করুন বিটরুটের কাবাব।

আলুর যে এত অসাধারণ গুণ, জানলে চমকে যাবেন

ইনকা সাম্রাজ্যের স্পেনীয় বিজয়ের পর, স্পেনীয়রা কলম্বিয়ান বিনিময়ের অংশ হিসাবে ১৬শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপে আলু প্রবর্তন করে। দেশে বিভিন্ন রকমের বুনো আলু পাওয়া যায়। মানুষের খাদ্য তালিকায় এর অল্প কয়টি স্থান পেয়েছে। সাধারণত গোল আলু অধিক পরিমাণে খাবার হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

এই আলুর আছে অনেক গুণ।

আলুতে আছে ভিটামিন "সি"। এটা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ক্যানসার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। আলুতে আছে ভিটামিন "এ"। ভিটামিন এ আমাদের রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে এবং পাশাপাশি দৃষ্টিশক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে। আলুতে আছে ফাইবার, এই ফাইবারের আরেকটা বেনিফিট রয়েছে। সেটা হলো আপনি যদি ব্লাড সুগার কন্টোল করতে চান, তখন ভাতের বদলে আলু পরিমিত পর্যায়ে খেতে পারেন। কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ ব্যালেন্সে থাকলে ডায়াবেটিসও কন্টোলে থাকবে।

আলুতে আছে জিঙ্ক ও ফসফরাস। যা ত্বকের পোড়া ভাব বা দাগ দাগ দূর করতে সাহায্য করে।

যদি অতিরিক্ত মাত্রায় আলু গ্রহণ করা হয় তাহলে কিছু সাইড ইফেক্টও আছে। এতে ওজন বেড়ে যাবে।

যেসব খাবার খেলে আপনার ত্বকে বয়সের ছাপ পড়বে না

ত্বকের সৌন্দর্য ধরে রাখতে কতজনই না কতকিছু করেন। বিশেষ করে ত্বক থেকে বয়সের ছাপ লুকাতে বর্তমানে অনেকেই নানা ধরনের সার্জারি কিংবা ইনজেকশন ব্যবহার করেন। এগুলো কার্যকরী হলেও এর থেকে ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

কেউই চান না যে তার ত্বক বুড়িয়ে যাক। এজন্য ত্বকে বয়সের ছাপ পড়ার আগেই এর যত্ন নিতে হবে।

বিশেষ করে কিছু খাবার আছে যেগুলো নিয়মিত পাতে রাখলে আপনি চিরযৌবনা থাকতে পারবেন।

এ বিষয়ে পুষ্টিবিদ ও শেফ ইশতি সালুজা এমন কিছু খাবারের পরামর্শ দিয়েছেন যা আপনি আপনার ডায়েটে রাখলে ত্বকের বলিরেখা থেকে মুক্তি পাবেন।

এজন্য আপনাকে প্রথমে যা করতে হবে তা হলো পরিশোধিত সাদা চিনি ত্যাগ করা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর চিনির বিকল্প ব্যবহার করা। এর পাশাপাশি পাতে রাখুন এসব খাবার- স্বাস্থ্যকর ত্বকের জন্য ডায়েটে যোগ করুন কোলাজেন। এটি হলো প্রোটিন যা আপনার ত্বককে বলিরেখামুক্ত ও সুস্থ রাখে। শরীরে কোলাজেনের মাত্রা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশের দশকের শেষের দিক থেকে ত্বকের কোলাজেনের মাত্রা কমতে শুরু করে! ডায়েটে প্রচুর সবুজ শাকসবজি রাখুন। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ পালং শাক, কালে ও কলার্ডের মতো শাকগুলো সূর্যও দূষণের কারণে হওয়া ক্ষতি থেকে ত্বককে রক্ষা করতে সহায়তা করে। ক্যাপসিকাম ও টমেটোতে কমলার চেয়েও বেশি ভিটামিন সি। পলিফেনল সমৃদ্ধ দারুচিনি ত্বকের স্বাস্থ্যকর কোষের উতাদন বাড়ায়। আদা ও মধুও ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। আদায় থাকে জিঞ্জেরল। যার আছে প্রদাহরোধী বৈশিষ্ট্য। এটি ত্বকের পৃষ্ঠের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। অন্যদিকে মধু ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না সহজে। রপ্রাকৃতিক অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-ফাঙ্গাল থাকায় মধু ত্বকে সহজে বলিরেখা পড়তে দেয় না। ভিটামিন এ, ডি, ই, কে ও স্বাস্থ্যকর চর্বি ত্বকের জন্য বিশেষ উপকারী। ভিটামিন এ বিশেষভাবে ত্বকের কোষ মেরামত করে ও কোলাজেন উতাদনকে স্থিতিশীল করে। অন্যান্য চর্বি-দ্রবণীয় ভিটামিন সূর্য থেকে ইউভি ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে। স্বাস্থ্যকর চর্বির মধ্যে আছে- সালমন, অ্যাভোকাডো, আখরোট, ঘি, ফ্ল্যাক্স সিড, অলিভ অয়েল।বেরি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। এটি ত্বকের ফ্রি র‌্যাডিক্যালগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে যা ত্বকের কোলাজেনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।মাশরুমে থাকে কপার, যা ত্বকে প্রাকৃতিকভাবে উপস্থিত প্রোটিন, কোলাজেন ও ইলাস্টিনকে সংশ্লেষিত ও স্থিতিশীল করতে সহায়তা করে।অ্যালোভেরা শরীর ও ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে আপনি নিয়মিত অ্যালোভেরার রস খেতে বা ত্বকেও ব্যবহার করতে পারেন। এতে থাকে স্টেরল, যা কোলাজেন ও হায়ালুরোনিক অ্যাসিডের উতাদন বাড়ায়। এমনকি ত্বকের আর্দতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। ত্বকের বলিরেখা ও ত্বকের দাগ কমাতেও সাহায্য করে। ত্বক ভালো রাখতে জলের বিকল্প নেই। শরীরে পর্যাপ্ত হাইড্রেশন ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ফলে ত্বকের বলিরেখা দূর হয়।

বিনা খরচেই মুক্তি মিলবে শরীরের এই কয়েকটি সমস্যা

গাছের বিভিন্ন অংশ ওষুধ তৈরির কাজে লাগে সে কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু কয়েকটি টিপস জানা থাকলে অনেক বড় সমস্যা থেকেও মুক্তি মিলতে পারে খরচ ছাড়াই। কেবল গাছের ডাল বা পাতা সংগ্রহ করে ফেলতে পারলেই মিলবে সমাধান। ফলে শরীর সুস্থ রাখতে সর্বদা ওষুধের আশ্রয় না নিয়ে, গাছের বিভিন্ন গুণাগুনেই সারিয়ে ফেলুন বেশ কয়েকটি শরীরের জটিল সমস্যা।

কোন গাছের কোন উপাদান শরীরের সমস্যার সমাধানে মোক্ষম দাওয়াই হিসেবে কাজ করেঃ

১) দাঁতের ব্যথাতে ভুগছেন যাঁরা তারা যদি নিয়মিত পেয়ারা পাতা সকালে চিবিয়ে নেন মিলবে সুফল। নইলে গরম জলে তা ফুঁটিয়ে নিতে পারেন।

২) শ্বাসকষ্টজণিত কারণে ভুগছেন যাঁরা, তাঁদের ক্ষেত্রে বাসক গাছের পাতা খুবই উপকারী। বাসক গাছের পাতা বেটে নিয়ে তাতে মধু মিশিয়ে খেলে সমস্যা কমে যায়।

৩) গ্যাসের সমস্যার ফলে পেট অনেকেরই ফেঁপে থাকে। তাদের জন্য ডালসহ পুদিনার জল খুব উপকারী। রাতে শোওয়ার সময় জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে খেয়ে নিলে সমস্যা কমে যাবে।

৪) ঠুঁটের কাছে মুখের মধ্যে সাদা গোল হয়ে ঘায়ের সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। সাধারণত ক্যালসিয়ামের অভাবেই এই সমস্যা দেখা যায়। গাব ফলের রস সামান্য পরিমাণে জলের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ৫) গায়ে প্রচণ্ড ঘামের গন্ধ! সমস্যার সমাধানে রয়েছে বেল পাতা। বেল গাথের পাতার রস স্নানের জলে মিশিয়ে স্নান করলে সমস্যা থেকে সমাধান মিলবে। ৬) যাদের নাক দিয়ে রক্ত পরে তাঁরা যদি ডাবের জল প্রতিদিন পান করতে পারেন, তবে তা থেকে শরীর অনেকটা সুস্থ বোধ করে। ৭) শরীরে রক্ত স্বল্পতার সমস্যা রয়েছে যাঁদের, তাঁরা যদি প্রতিদিন কুলেখারা পাতার রস এক চামচ করে খেয়ে নিলে সমস্যা মিটবে।

আপনার শখের কাচের বাসনের হলুদ দাগ দূর করার সহজ উপায়

কাচের বাসনে ময়লা সহজে বসে না ঠিকই, কিন্তু বেশি তেল-মসলাযুক্ত খাবার রাখলে হলুদ হয়ে যায় ধীরে ধীরে। কাচের বাসন পরিষ্কার রাখার সহজ কয়েকটি উপায় জেনে নিন।

চাল ধোয়া জলে কাচের বাসন কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখুন। তারপর ধুয়ে নিলে ঝকঝকে হবে কাচের বাসন। বাসন ধোওয়ার পর বেশিক্ষণ ফেলে রাখবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে ভালোভাবে মুছে ফেলুন, নাহলে জলের সাদাটে দাগ বসে যাবে। বাসন মোছার জন্যে স্পঞ্জ বা একই কাপড় ব্যবহার করবেন না। পেপার টাওয়েল ব্যবহার করুন করুন। হয়ে যাবে

কুসুম গরম জলে চার টেবিল চামচ লেবুর রস মিশিয়ে কাচের বাসন তাতে আধাঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। তারপর মাইল্ড সোপ দিয়ে ধুয়ে নিন। খসখসে বা মেটাল স্ক্রাবার দিয়ে কখনই কাচের বাসন ঘষবেন না। বাসনে চিড় ধরে যেতে পারে বা স্ক্র্যাচ পড়ে বাসন নষ্ট হতে পারে। নরম স্পঞ্জ দিয়ে পরিষ্কার করুন। বাসন ভালো থাকবে।

পরিষ্কার করতে গিয়ে কাপ বা প্লেটের কোণা ভেঙে যাওয়া একটি সাধারণ ঘটনা। এ থেকে মুক্তি পেতে কাচের বাসন ধোয়ার সময় সিঙ্কে একটা টাওয়েল পেতে

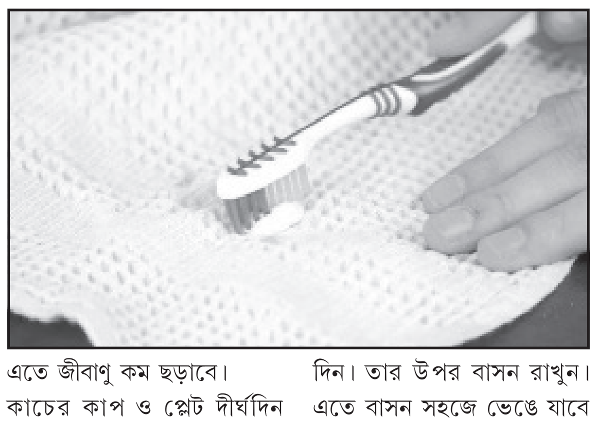

দিন। তার উপর বাসন রাখুন। এতে বাসন সহজে ভেঙে যাবে না। কুসুম গরম জলে সামান্য বেকিং সোডা মিশিয়ে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে তারপর জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিলে কাচের বাসনের দাগ চলে যাবে। কাচের গ্লাস পরিষ্কার করার সময় গ্লাসে কিছুটা সাদা ভিনেগার ঢেলে দিন। গ্লাসের গায়ে ভালো করে ভিনেগার লাগিয়ে নিতে হবে। গ্লাসে এক টেবিল চামচ ভাত দিয়ে ঢেকে ঝাঁকিয়ে নিন। গ্লাস ঝকঝকে হয়ে যাবে।

এতে জীবাণু কম ছড়াবে।

কাচের কাপ ও প্লেট দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে হলদে হয়ে গেলে কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর লবণ ও স্পঞ্জ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে নিন। হলুদ দাগ চলে যাবে। এক্ষেত্রে সাবান দিয়ে ধোয়ার পর একবার ভিনেগার মেশানো জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিলে ভালো ফল পাবেন। তেলতেলে ভাব দূর হবে। এছাড়া পরিষ্কার সুতি কাপড়ে সামান্য ভিনেগার ঢেলে বাসন মুছে নিতে পারেন। নতুনের মতো ঝকঝকে

পেটের ব্যাথাকে অবহেলা নয় অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথা বুঝবেন যেভাবে

পেটের ব্যথা সাধারণ গ্যাস অম্বলের ব্যাথা ভেবে অনেকেই সাময়িকভাবে ওষুধ খেয়ে কমিয়ে ফেলেন। কিন্তু পেটের ব্যথাকে অবহেলা করলে বাড়তে বাপদের ঝুঁকি। সেই দিকে নজর দিয়েই জেনে নিন ব্যথা কী ধরনের হলে তা অ্যাপেন্ডিসাইটিসের লক্ষণ হিসেবে ধরা দেয়। পেটের ব্যথার ধরনেই এবার বুঝে নিন আপনি অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথায় ভুগছে।

কোন কোন লক্ষণ দেখে বুঝবেন আপনার অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথা হচ্ছেঃ

১) অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথা সাধারণত নাভির চারপাশে হয়ে থাকে। অনেক সময় তা নাভির একটু ওপর থেকেও শুরু হয় অনেকসময়। কয়েক ঘণ্টা পর তলপেটের ডান দিকের অংশে ব্যথাটা স্থায়ী হয়।

২) তবে প্রথম থেকেই তীব্র ব্যথা হয় না। প্রথমে থেমে থেমে ব্যথা শুরু হয়, পরবর্তীতে তা তীব্র ও হালকা-দুই রকমেরই হতে পারে। কিন্তু তা বেশি বেড়ে গেলে অসহ্য যন্ত্রনা হয়ে থাকে।

৩) শরীরে আরও সমস্যা দেখা দেয়। যেমন বমি বমি ভাব বা দু-একবার বমি হতে পারে। খাবারের প্রতি অনিহা তৈরি হওয়া। সঙ্গে হালকা জ্বরও থাকতে পারে গায়ে।

৪) কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা দেখা দিতে পারে। মাথা ব্যথা শুরু হতে পারে। শরীর দুর্বল লাগা প্রভৃতি লক্ষণ দেখলেই ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। নচেত পরে সেই সমস্যআ আরও বাড়তে পারে।

ব্রেন টিউমরের ঝুঁকি বাড়ায় আপনার এই অভ্যেস

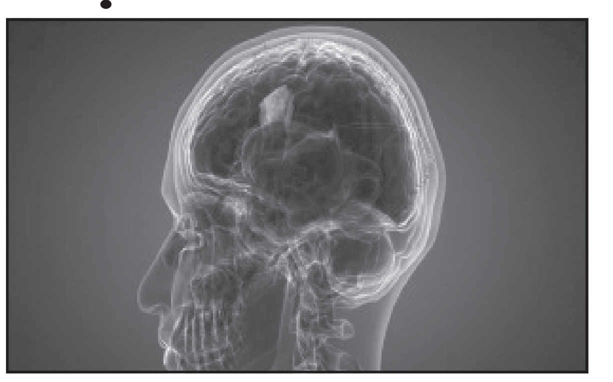

ব্রেন টিউমার। এই রোগে নাম শুনলেই যেন কপালে ভাঁজ পড়ে। পরিবারে কারও এই রোগ হলে জীবন বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে। কিন্তু জানেন কি, রোজকার একটি অভ্যেসই এই রোগকে ক্রমশ ডেকে আনছে। সুইডেনের ওরব্রো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানাচ্ছেন, অতিরিক্ত মোবাইলে কথা বলার অভ্যেসই ব্রেন টিউমারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

মোবাইল ছাড়া এ যুগে আমরা এক লহমাও চলতে পারি না। সকাল হোক বা রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময়ে মুঠোযন্ত্রে একবার ঘুরে না এলে দিনটাই সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু এই মোবাইলই ব্রেন টিউমরেরে সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। মোবাইলের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি ব্রেন টিউমারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। সুইডেনের এই গবেষকরা ১৮ টি কেস স্টাডি করেছিলেন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে। এদের মধে ১১ জন তাঁদের বিগত ১০ বছরের রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন। এই গবেষণার রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, যাঁরা প্রায় টানা ১২ বছর ধরে ফোন ব্যবহার করছেন তাঁদের ব্রেন টিউমারের সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি। কান থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত যে স্নায়ু রয়েছে, তার উপর প্রভাব পড়তে থাকে। এর মধ্যে কিছু ম্যালিগন্যান্ট টিউমর থাকে, যা চিকিৎসা করে সারানো বেশ কঠিন। রিপোর্ট থেকে আরও একটি জিনিস দেখা গিয়েছে যে যাঁরা মোবাইল ব্যবহার করেছেন, তাঁদের টিউমরের আকৃতিও বড়। অন্যদিকে যাঁরা মোবাইল ব্যবহার করেননি, তাঁদের টিউমরের আকৃতি ছোট। কানের পাশ বরাবর এই টিউমর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অতএব, মোবাইল কতটা ক্ষতিকারক এর থেকেই স্পষ্ট। অতিরিক্ত কথা বলার প্রয়োজন হলেও তাই লাউড স্পিকারে কথা বলার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

সুস্থ থাকতে কখন স্নান করা ভালো জানেন কি?

সকাল, দুপুর বা রাতে স্নান করার মধ্যে বিশাল কোনো পার্থক্য নেই। যেকোনো সময়ই স্নানের মৌলিক উপকারিতা রয়েছে। তবে কাদের কোন সময় স্নান করা উচিত, তা জানা থাকলে মন্দ নয়। তৈলাক্ত ত্বক যাদের আপনার ত্বক যদি তৈলাক্ত ত্বক হয়, তাহলে ঘুম থেকে ওঠার পর পরই স্নান করে নেয়া ভালো। ডার্মাটোলজিস্টরা এমন পরামর্শ দিয়েছেন। তারা বলছেন, ঘুমনোর সময় আমাদের ত্বকের ওপরের স্তরে অতিরিক্ত তেল জমা হয়। সকালে উঠে স্নান করে নিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। স্নান না করলে অ্যাকনে এবং ওপেন পোরসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সৃজনশীল মানুষ যারা যদি সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাহলে সকাল মনকে তরতাজা করার জন্য স্নান করে নিন। সকালে যাদের ওয়ার্ক আউট করার অভ্যেস, তারা ব্যায়াম করার পরই স্নান করে নিলে উপকার পেতে পারেন। ওয়ার্ক আউটের পরের ঘাম শরীরে বসে যাবে। এই ঘাম থেকে ব্যাকটিরিয়ার জন্ম নিতে পারে। এছাড়া আপনার যদি সকালে সহজে চোখ থেকে ঘুম না ছাড়ে, তাহলে স্নান করে নেয়া ভালো। কারণ ঘুম তাড়াতে এক কাপ কফির থেকেও উপযোগী ভালো করে স্নান করে নেয়া। সকালে স্নান করলে মেটাবলিজম রেট বাড়ে এবং নিজেকে ফ্রেশ লাগে।

আজ থেকেই ধাপ মেনেই ব্যবহার করুন লিপস্টিক

রানি ক্লিওপেট্রা রক্তরসে ঠেঁট রাঙাতেন। এ যুগে অবশ্য এতো কষ্ট করার প্রয়োজন হয় না। বরং একটু কষ্ট করে মনের মতো লিপস্টিক বেছে নিলেই হবে। মনের মতো লিপস্টিক মানে তার শেড নয় কিন্তু! লাল, কমলা, গোলাপি যে রংই কিনুন না কেন, ঠেঁটে যেন থাকে কমফোর্ট। লিপস্টিক ঠেঁটে ব্যবহার করুন নিয়ম মেনে। ঠেঁট এক্সফোলিয়েট করে নিন যে কালারের বা ফিনিসের লিপস্টিকই ব্যবহার করুন না কেনো আপনার ঠেঁট স্মুথ এবং হাইড্রেটেড রাখা গুরুত্বপূর্ণ। যখন ঠেঁট ড্রাই বা ফ্লেকি হয়ে থাকে তখন লিপস্টিক ঠেঁটে দীর্ঘক্ষণ থাকেনা। এর জন্য যেকোনো লিপ এক্সফোলিয়েটর বা ডাই এক্সফোলিয়েটর ব্যবহার করুন। চিনি এবং বাটার দিয়ে নিজেও এক্সফোলিয়েটর তৈরি করে নিতে পারেন। লিপস্টিক ব্যবহারের সময় ভুলগুলো এড়িয়ে চলুন বেশিরভাগ মানুষই লিপস্টিক ব্যবহারের পর কনসিলার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আপনি যদি লিপ ব্রাশ দিয়ে অল্প পরিমাণ কনসিলার ব্যবহার করে লিপস্টিকের বর্ডারটি ঠিক করেন তাহলে তা ঠেঁটে ম্যাজিকের মত কাজ করবে। লিপস্টিক কে ম্যাট বানিয়ে নিন বর্তমানে ট্রেন্ডি লিপস্টিক হচ্ছে ম্যাট লিপস্টিক। কিন্তু আপনার প্রিয় শেডের ম্যাট যদি পাওয়া না যায় তাহলে কি করবেন? উপায় আছে। একটি ম্যাট ব্লাশ বা লুজ পাউডার ব্যবহার করে লিপস্টিকে ম্যাট ফিনিস আনতে পারেন।

শীতকালীন অধিবেশন: আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

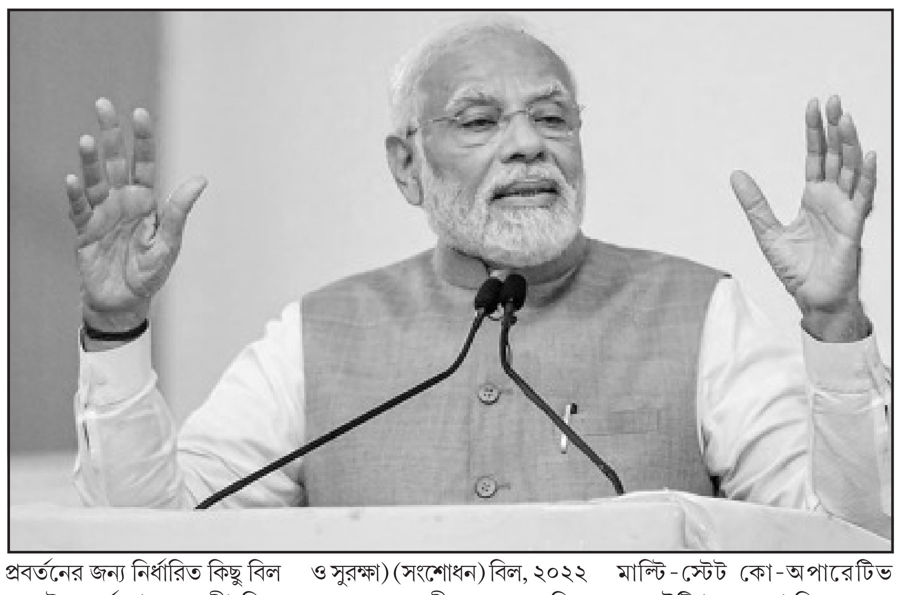

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : আজ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন আজ শুরু হয়ে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। অধিবেশনে মোট ১৭ কার্য্যদিবস থাকবে।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের জন্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ডায় ১৬টি নতুন বিল রয়েছে। লোকসভা প্রথম দিনেই আন্তঃ অধিবেশন চলাকালীন মারা যাওয়া সদস্যদের শ্রদ্ধা জানাবে। এদিন উদ্বোধনী অধিবেশন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় উচ্চকক্ষের পদাধিকার বলে রাজ্যসভার কার্য্যধারা পরিচালনা করবেন।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে প্রবর্তনের জন্য নির্ধারিত কিছু বিল হল ট্রেড মার্কস (সংশোধনী) বিল, ২০২২, জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস অফ গুডস (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) (সংশোধন) বিল, ২০২২ এবং অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রচলিত আইনগুলি বাতিল করতে চাইবে। অন্যান্য কিছু বিলের মধ্যে রয়েছে মাল্টি-স্টেট কো-অপারেটিভ সোসাইটি (সংশোধন) বিল, ২০২২ এবং জাতীয় ডেন্টাল কমিশন বিল, ২০২২।

আজ থেকে শুরু সংসদের শীতকালীন অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : আজ দিল্লির পুরভোটের গণনার মাঝেই এদিনে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। তবে এই অধিবেশনের সময় নিয়ে বিরোধীদের প্রবল অভিযোগ রয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, গুজরাটের ভোটের জন্য সংসদের শীতকালীন অধিবেশন পিছিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। কারণ মোদী-শাহ-সহ বিজেপির প্রথম সারির নেতা-মন্ত্রীরা গুজরাটের প্রচারেই ব্যস্ত ছিলেন। শুধু পিছিয়ে দেওয়াই নয়, মোদী-শাহের রাজ্যে ভোটের কারণেই এ বার অধিবেশনের সময়সীমাও সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হল বলে অভিযোগ। বলাবাহুল্য করোনার কারণে গত বছরও শীতকালীন অধিবেশনে বেশ কিছু নিয়মকানুনের কড়াকড়ি হয়েছিল। তবে এবার সেসব নেই। পূর্ণসংখ্যক সদস্যদের নিয়েই সংসদের দুই কক্ষের অধিবেশন হবে।

সূত্রের খবর, এ বারের মোট ১৬টি বিল পাশ করানোর চেষ্টা করবে মোদী সরকার। যার মধ্যে অন্যতম, ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিল, একাধিক রাজ্যে সক্রিয় সমবায় সমিতিগুলির নির্বাচন সংস্কার সংক্রান্ত বিল এবং জাতীয় ডেন্টাল কমিশন গঠন সংক্রান্ত বিল।

উল্লেখ্য, অধিবেশন শুরুর আগে প্রথা মেনে মঙ্গলবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বিভিন্ন দলের সাংসদদের নিয়ে বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির বৈঠক করেন। পাশাপাশি, আজ ৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলবে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : অবৈধ জমি লেনদেন, প্রোমোটার রাজের দৌরাত্ম্য, বেআইনি নির্মাণ কাজে মদত দেওয়া সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার বিরুদ্ধে। পাশাপাশি, শাসকদলের নাম ভাঙিয়ে প্রশাসনিক মদত নিয়ে এলাকার একাধিক মানুষকে ভয় দেখানো এবং মারধর করার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে এলাকার বহু মানুষ ঘিরে ফেলেন স্বর্ণকমল সাহার বাড়ি। এলাকায় রাত থেকে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। বুধবার সকালেও ওই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, সাম্প্রতিককালে শাসকদলের বিধায়কের বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ, তাও আবার খাস কলকাতার বুকে এমন ঘটনা ঘটেনি। ফলে ওই ঘটনায় সরগরম হয়েছে রাজ্য রাজনীতি।

বিধায়কের কথায়, 'ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকলে কাউন্সিলরের কাছে যান, পুলিশের কাছে যান এই বিষয়টা তো বিধায়কের দেখার কথা নয়। কেন বিধায়কের বাড়িতে এসে বিক্ষোভ করছেন। আর এর সঙ্গে বিধায়কের যুক্ত থাকারও কোনও সূত্রই নেই। তাহলে কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। তার অভিযোগ এর পিছনে সুপরিকল্পিত চক্রান্ত রয়েছে। আর এই চক্রান্ত থেকেই তার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে। অহেতুক তাকে বদনাম করতেই এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। প্রায় ৫০ বছর ধরে তিনি এলাকায় রাজনীতি করছেন। অতীতে কখনও এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। '

তামিলনাড়ুর চেঙ্গলপাট্টুতে তিনটি গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু ছয়জনের

চেঙ্গালপাট্টু, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : তামিলনাড়ুর চেঙ্গলপাট্টুতে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিনটি গাড়ির সংঘর্ষে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও ছয়জন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আহতদের কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পল্লভরামের পাশে পোজিচালুর জ্ঞানম্বিকাই স্ট্রিট এলাকার দশজন লোক কার্তিকাই দীপম উতব উপলক্ষে একটি গাড়িতে তিরুভান্নামালাই আন্নামালাইয়ার মন্দিরে গিয়েছিল।

বুধবার ভোরে দর্শন শেষ করে একই গাড়িতে বাড়ি ফিরছিলেন তারা। ভোর ৪টা নাগাদ মধুরান্থকামের কাছে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কন্টেইনার লরির সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ হয়। একই সময়ে পেছন থেকে দ্রুতগামী আরেকটি গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িতে ধাক্কা মারে। দুটি গাড়ি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চন্দ্রশেখর (৭০), শশিকুমার (৩৫), দামোদরন (২৮), ইন্থমালাই (৬৫), গোকুল (৩৩) এবং শেখর (৫৫) নামে। একই এলাকার সতীশ (২৭), শেখর (৩৭), আয়নার (৩৫) ও রবি (২৬) সহ আরও ছয়জন আহত হয়ে চেঙ্গলপাট্টু সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুর্ঘটনার বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ফের রেপো রেট বৃদ্ধি রিজার্ভ ব্যাংকের, সমস্ত ঋণেই বাড়তে পারে মাসিক কিস্তি

মুম্বই, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফের রেপো রেট বাড়াল রিজার্ভ ব্যাংক। বুধবার ৩৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আরবিআইয়ের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, এর ফলে রেপো রেট বৃদ্ধির হার ৬.২৫ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াল। এর ফলে গাড়ি বা গৃহঋণের ইএমআই আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে বাড়তে পারে অন্যান্য ঋণের ইএমআইও।

আগেই আশঙ্কা ছিলই। সেই আশঙ্কা সত্যি করেই আরও একবার রেপো রেট বৃদ্ধির পথে হাঁটল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। গত ৫ ডিসেম্বর শুরু হওয়া মানিটারি পলিসি কমিটির বৈঠক শেষে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরবিআই। রেপো রেট বাড়ানো হয়েছে ৩৫ বেসিস পয়েন্ট। যার অর্থ আরবিআই প্রদত্ত লোনে এবার সুদ বাড়ল আরও ০.৩৫ শতাংশ। চলতি আর্থিক বছরের হিসেবে আগেই ৪ বার রেপো রেট বৃদ্ধি করেছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এবারের বৃদ্ধি নিয়ে তা বেড়ে হল ২.২৫ শতাংশ। অর্থাৎ গত পাঁচ বারে শেষ সাত মাসে আরবিআই মোট ২২৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট বৃদ্ধি করেছে।

মূলত, দেশে যখন মূল্যবৃদ্ধি চড়তে থাকে, তখনই দেশে মুদ্রাস্ফীতির উপর লাগাম টানতে রেপো রেট বৃদ্ধির পথে হাঁটে ব্যাঙ্ক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মনে করে, রেপো রেট বাড়ালে মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসবে।

দিল্লি পৌরনিগম নির্বাচন: আপ এগিয়ে ১২৫ ওয়ার্ডে, বিজেপি ১১৫টিতে

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : দিল্লি পৌরনিগম নির্বাচনের ভোটগণনার প্রথম আড়াই ঘণ্টায় এগিয়ে-পিছিয়ে থাকার নিরিখে বিজেপি এবং আম আদমি পার্টির চোখে চোখ রেখে লড়াই চলছে। অন্যদিকে, এই দুই দলের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত প্রাপ্ত খবরে জানা যাচ্ছে, বিজেপি ১১৫টি আসনে, আপ ১২৫টি আসনে এবং কংগ্রেস ৮টি আসনে এগিয়ে আছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এ পর্যন্ত বিজেপি ৫টি ওয়ার্ডে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে, আপের ঝুলিতে এসেছে ৩টি ওয়ার্ড।

গত ৪ ডিসেম্বর দিল্লি পৌর কর্পোরেশনের ভোটগ্রহণ হয়। ভোটের আগে নির্বাচনী প্রচারে উচ্চমাত্রার লড়াই হয়েছিল, তাতে উভয় দলই বিজেপি ও আপ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার দাবি ও পাল্টা দাবি করেছিল। তবে, এদিন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবে।

এদিন সকাল ৮টায় শুরু হয় আড়াইশটি ওয়ার্ডের ভোট গণনা। প্রথম প্রবণতা এক ঘন্টার মধ্যে প্রত্যাশিত হবে কারণ দুপুরের মধ্যে চূড়ান্ত ফলাফল বেরিয়ে আসবে।সুষ্ঠুভাবে ভোট গণনা করতে দিল্লি পুলিশ নিরাপত্তা জোরদার করেছে।

৪০০ ফুট গভীর কুয়োয় পড়ে যাওয়া ৮ বছরের শিশুর চলছে উদ্ধার অভিযান

ভোপাল, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : মঙ্গলবার মাঠে খেলতে গিয়ে ৪০০ ফুট গভীর কুয়োয় পড়ে যায় ৮ বছর বয়সি এক শিশু। মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলার মান্ডবি গ্রামের ঘটনা। শিশুটির নাম তন্ময় দিয়াওয়ার। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। আঠনের থানার পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বিকেল ৫টা নাগাদ গ্রামের একটি মাঠে খেলতে গিয়েছিল তন্ময়।

মাঠের মধ্যেই ৪০০ ফুট গভীর একটি কুয়ো খনন করা হচ্ছিল। খেলতে গিয়ে ওই সদ্য খোঁড়া কুয়োর মধ্যে পড়ে যায় সে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছন উদ্ধারকর্মীরাও। মাটি খোঁড়ার মেশিনও নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, কূপের ৬০ ফুট গভীরে আটকে ছিল তন্ময়। মাটি খুঁড়ে তাকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের পর অক্সিজেন দিতে হয় শিশুটিকে। পুলিশ জানিয়েছে, আপাতত সুস্থ রয়েছে তন্ময়।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান শিশুটিকে উদ্ধারের অপারেশনের বিষয়ে মিনিটে মিনিট খবর নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের দুটি কোম্পানি জালিয়াতি, ১৭টি মামলায় দোষী সাব্যস্ত

নিউইয়র্ক, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার বড় ধরনের আইনি ধাক্কা খেয়েছেন। জালিয়াতির মামলায় তার দুটি কোম্পানিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির দায়ের করা একটি মামলায় ট্রাম্পের দুটি কর্পোরেট সংস্থাকে ১৭টি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এই সংস্থাগুলি ভাড়া-মুক্ত অ্যাপার্টমেন্ট, ব্যয়বহুল গাড়ি এবং চাকরির সুবিধাগুলিতে ব্যক্তিগত আয়কর ফাঁকিও রয়েছে। এই কোম্পানিগুলোর নাম ট্রাম্প কর্প এবং ট্রাম্প পেরোল কর্প। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ব্যক্তিগতভাবে অভিযুক্ত করা হয়নি। এখন এই সংস্থাগুলিকে ১.৬১ মিলিয়ন পাউন্ড পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

দিল্লি পৌরনিগম নির্বাচনের ফলাফল: অর্ধেকের বেশি আসন জেতার পথে আপ, সামান্য পিছিয়ে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (এমসিডি) নির্বাচনের ২৫০টি ওয়ার্ডে ভোট গণনার অর্ধেকের বেশি আসন অতিক্রম করেছে আম আদমি পার্টি (আপ)। বুধবারের সর্বশেষ প্রবণতা অনুসারে এমনই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। .

সকাল ১১ টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, আপ মোট ১২৭টি ওয়ার্ডের অর্ধেক আসন পার করে ১০২টি আসনে (২৫টির বেশি জয়) এগিয়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে, বিজেপি ৮৩টি ওয়ার্ডে এগিয়ে রয়েছে (২৬টির বেশি জয়)। সকাল ১১টার প্রবণতা অনুযায়ী কংগ্রেস ৮টিতে, নির্দল ২টিতে এগিয়ে রয়েছে।

কমিশন এখনও পর্যন্ত ঘোষিত ফলাফল অনুসারে, বিজেপির প্রার্থীরা ২৬টি ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছে আর আপ ২৫টি ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছে এবং কংগ্রেস ৩টিতে জয়ী হয়েছে। একজন নির্দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৪ ডিসেম্বর দিল্লি পৌর কর্পোরেশনের ভোটগ্রহণ হয়। ভোটের আগে নির্বাচনী প্রচারে উচ্চমাত্রার লড়াই হয়েছিল, তাতে উভয় দলই বিজেপি ও আপ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার দাবি ও পাল্টা দাবি করেছিল। তবে, এদিন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবে। সকাল ৮টায় শুরু হয় আড়াইশটি ওয়ার্ডের ভোট গণনা।

শীতের পথে বাধা নিম্নচাপ, ডিসেম্বরে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : সপ্তাহের শুরুতেই আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস মতোই বাড়ছে হাওয়ার হিমেল স্পর্শ। কিন্তু এমন আরামদায়ক আবহাওয়াতেও স্বস্তি দিচ্ছে না নিম্নচাপ। উত্তুরে হাওয়ায় জাঁকিয়ে শীতের অপেক্ষায় থাকা রাজ্যবাসীকে আপাতত শীত শীত ভাবেই শান্ত থাকতে হচ্ছে। অন্যদিকে, বছর শেষে নয়া ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস।

আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, আন্দামান সাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের কারণে মেঘলা ভাব থাকলেও আপাতত আগামী দুই-তিনদিনের মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আবহাওয়া এমনই থাকবে। অর্থাৎ হাওয়ার হিমেল স্পর্শেই শীতের হালকা অনুভূতি মিলবে। তবে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পেরনোর আগে এখনই বাংলায় জাঁকিয়ে শীত পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে নিম্নচাপের কারণে ৯ তারিখের পর বাড়তে পারে তাপমাত্রা।

মঙ্গলবার রাতের পর কলকাতায় সামান্য নামল পারদ। ভোরবেলা ও রাতের দিতে শীতের আমেজ আগামীকাল পর্যন্ত বহাল থাকবে তিলোত্তমায়। শুক্রবার থেকে ফের তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা। কমবে শীতের আমেজ।

F. 1(1-2) -SE/Samagra/Estt./RCMT/STF/2019 (L)/6441-2 Dt. 7/12/2022

NOTIFICATION

Vide this State Project Directorate Memo No.F.1(1-2)-SE/Samagra/ Estt./RCMT/ STF/2019/ 4069 dated 22" September, 2022, advertisement was issued seeking application for recruitment towards the vacant contractual posts of Urban / Block Resource Person (subject — specific), Urban / Block Resource Person (CWSN) and Cluster Resource Persons under Samagra Shiksha, Tripura.

Now, in continuation of the aforesaid Memo, it is hereby notified that written examination for assessing the general aptitude (total 50 marks) of the registered candidates will be held as per the schedule cited below:-

Post	Date of written Examination	Day	Time
Cluster Resource Person	14th December, 2022	Wednesday	2:30 pm to 4:00 pm
Urban / Block Resource Person (CWSN)	15th December, 2022	Thursday	11:30 am to 1:00 pm
Urban / Block Resource Person (subject-specific)	15th December, 2022	Thursday	2:30 pm to 4:00 pm

In this connection, all concerned candidates are hereby requested to download Admit Card for the written examination containing their respective venue details etc. by visiting https://www.samagrashikshatripura.com

Instructions contained in the Admit Card will have to be strictly followed.

ICA/D-1614

Sd/- [B. Bhattacharya, TCS, SSG]
State Project Director,
Samagra Shiksha, Tripura

Notice Inviting e-tender

Online tenders are invited on two-bid system from registered bona fide dealers / suppliers, manufacturers of Sports equipment's having minimum annual turnover of Rs.50.00 (Fifty) Lakh each (2019-20, 2020-21, 2021-22) for Procurement goods for coaching centre during the year 2022-23.

Sl. No	Name of item	Tender Value/ Estimated Cost	Completion Period	Document Download and Bid Submission End Date & Time	Bid Opening Date	Place of Bidding
1	Procurement of sports goods for coaching centre	Rs. 80,00,000/-	30 days	30/11/2022 at 6.00 PM & 17/12/2022 at 05:00 PM	19/12/2022 at 11:30AM	As mentioned in https://tripuratenders.gov.in

Tender document can be seen on websitewww.tenders.gov.in, and www.tripuratenders.gov.in. However, Bid can only be submitted on-line at the State Government e-Procurement Portal — www.tripuratenders.gov.in by uploading the relevant documents as specified by the Department.

ICA/C-3399/22

S/d- Illegible
(S. B. Debbarma)
Director

PNIT NO: ePT47/EE/RD/KCP/:MV/2022-23 Dt. 03.12.2022

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 17.12.2022 for 02 (TWO) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2022-23. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 9366123494 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-396/22

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

CORRIGENDUM

Please read the Last date and time for document dowmloading and bidding on 14-12-2022 upto 15.00 Hours instead of 12-12-2022 upto 15.00 Hours which was published in PNIeT No-11/PNIeT/EE/WRD- VII/PTL/2022-23, Dated-24-11-2022 and circulated vide office memo No-F.-6(17)/EE/WRD-VII/PTL/4045-4121, Dated-24-11-2022. All other terms and condition remain unchanged.

ICA/C-3384/22

[Er. D. Debbarma]
EXECUTIVE ENGINEER
WATER RESOURCE DIVISION NO - VII
PECHARTHAL, UNAKOTI, TRIPURA
Memo No 06(17)/EE/WRD-VII/PTL/ 4138-75
dated- 29-11-2022.

PNIT NO: ePT4S5/EE/RDIDIV/KCP/2022-23 Dt. 30.11.2022

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM On 14.12.2022 for 03 (THREE) No.Projects under R.D. Kanchanpur Division. during the:year 2022-23, For detailsvisit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 9366123494 for Clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-3388/22

S/d- Illegible
Execttive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

CORRIGENDUM

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO.15/EE/LTV/PWD/ MANU/2022-23 Dated. 23/11/2022.

1. DNIT No.116/CE/PWD(R&B)/SE/(P&DU)/2022-23

Due to unavoidable circumstances the last date of online' bidding has been extended upto 08/12/2022 instead of 02/12/2022 and opening of online bid will be 08/12/2022 instead of 02/12/2022. All others terms & condition remain same.

ICA/C-3386

S/d- Illegible
Executive Engineer
L.TV. Division, PWD (R&B)
Manu, Dhalai, Tripura

Memo No. F.8 (7)/EE/LTV/PWD/MANU/3657-3719

পলাতক আসামীর সন্ধান চাই

Ref :- West Agt Women Ps case no - 2022 WAG043 dated : 05/12/2022 U/S 376(3)/506IPC and Section 04 of Pocso Act 2012 & 67 (a) IT act 2000.

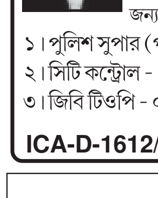

পাশের ছবিটি একজন পলাতক আসামীর ছবি। নাম - মোবারক মিঞা, পিতা- মৃত কামাল মিঞা, সাং- ভাটি অভিয়নগর থানা, পশ্চিম আগরতলা। জেলা - পশ্চিম ত্রিপুরা বয়স - ২৫ বছর, গত ১৬/১২/২০২২ইং তারিখ উপরে উল্লেখিত মোকদ্দমায় অপরাধ করার পর পলায়ন করিয়াছে। বহু চেষ্টা করেও কোন সন্ধান পাওয়া যাইনি।

উপরে উল্লেখিত এই পলাতক আসামীর সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০,
৩। জিবি টিওপি - ০৩৮১-২৩৫-৫০৯৫.

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-1612/22

CORRIGENDUM

Please read Last date & time for online Bidding / Downloading End Date & time /Bid Submission End Date and Time on 12 Dee. ,2022 up to 3.00 PM instead of 11 Dec.,2022 up to 3.00 PM for each tender invited vide e- TENDER NO; 32 /EE-V/ AGT/PWD(R&B)/22-23 Dated 28th Nov , 2022 circulated vide Memo No.F.TECH-4/Pt-X/EE-V/2021-22 /7969-8037 Dated. 28" Nov : 2022 . Accordingly Date and Time of Opening Technical & Financial Bid will be 12" Dec, 2022 at 4.00PM (if possible). ALL other terms & condition ete. will remain unchanged.

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR

ICA/C-3385/22

Executive Engineer
Agartala Division No.V, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura.
evaserensoenseres Dated. Agt the 30th Nov ,2022

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/EE/KCP/2022-23, Dated 28.11.2022

The Executive Engineer, Kanchanpur Division, PWD(R&B) Kanchanpur, North, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl No,	Name of Work	Estimate Cost	Bid Fee	Last date a time for online Bidding
1	Repairing of Court Building and residential Qu. (2 Nos) under Sub-Judicial Magistrate, Kanchanpur during the year 2022-23/ SH:- Constn. of Pucca drain, water storage tank and repairing of Building portion i.e roofing,celling,flooring with tiles,doors and windows frame and shutter,plastering, painting in/c internal water supply & sanitary works etc. DNITNO. 22/SE(I)/KGT/2022-2023 .	Rs. 4564428.00	Rs. 1,000.00	20th December 2022 upto 3.00 PM
2	Mtc. of Sabual P.H.C building under Kanchanpur Sub-Division during the year 2022- 23/ SH: Repairing of Floor, roof, Door, window, Painting ,celling,Water supply and Sanitations etc, DNIT NO.51/EE/KCP/2022-2023	Rs. 1234039.00	Rs. 1,000.00	
3	Mtc. of Jampuihill PHC at Vanghmun during the year 2022-23/ SH: Repairing of Doors, windows, Flooring, roofing, Plastering, Painting , celling, Water supply and Sanitations etc. DNIT NO.52/EE/KCP/2022-2023	Rs. 2424443.00	Rs. 1,000.00	
4	Mtc. of Residential Quarter under Jampuihill PHC during the year 2022-23/ SH: Repairing of Door, window, wooden frame, roofing, celling, plastering, painting, Improvement of Water supply and Sanitations etc. DNIT NO.53/EE/KCP/2022-2023	Rs. 2332516.00	Rs. 1,000.00	

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the c-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-3391/22

Executive Engineer
Kanchanpur Division PWD(R&B)
Kanchanpur, North, Tripura

সংস্কার ভারতীর ত্রিপুরা প্রান্তের উদ্যোগে লোক সংস্কৃতির বন্ধনে দুই মাস ব্যাপি সাংস্কৃতিক উৎসবের শুভারম্ভ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন, দমকল মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। উপমুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর ত্রিপুরা প্রান্তের সভাপতি সুবল বিশ্বাস, মহামন্ত্রী সুমন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

রাজ্যের বর্তমান সরকার হচ্ছে মানুষের সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।।রাজ্যের বর্তমান সরকার হচ্ছে মানুষের সরকার। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রতিটি প্রকল্পের সুফল যাতে অন্তিম ব্যক্তির কাছে গিয়েও পৌঁছোয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। আজ অম্পি সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্টাফ কোয়ার্টারের দ্বিতল পাকা ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে অম্পি গ্যালারি মাঠে আয়োজিত এক সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলিকে মানুষের কাছে সঠিকভাবে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযানের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় শিবির করে বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে এখন উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে দলমত নির্বিশেষে সব অংশের মানুষের কল্যাণে সরকার কাজ করে চলেছে। অম্পি সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্টাফ কোয়ার্টারের দ্বিতল পাকা ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সিন্ধু চন্দ্র জমাতিয়া, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিস বসু প্রমুখ। উল্লেখ্য, ৩০ শয্যাবিশিষ্ট সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে ৭ কোটি ২৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৩১ টাকা।

কিষান ক্রেডিট কার্ডে রাজ্যে ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৫৮৮ জন কৃষককে ১,৩৮৬ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুন করার লক্ষ্যে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর গত সাড়ে চার বছরে কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৫৮৮ জন কৃষককে কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। কৃষকদের ঋণ প্রদান করা হয়েছে মোট ১,৩৮৬ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় দপ্তরের সাফল্যের খতিয়ান বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে এ সংবাদ জানান। তিনি জানান, ২০১৮ সালে রাজ্যে বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আর্থ সামাজিক অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন এবং রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি জানান, বর্তমান রাজ্য সরকার ২০১৮ সালে রবি মরশুম থেকেই রাজ্যে প্রথমবারের মত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেন। এরই ফলশ্রুতিতে ২০১৮-১৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৭৯৩ মেট্রিক টন ধান ৭০ হাজার ২৩ জন কৃষকের কাছ থেকে নূন্যতম সহায়ক মূল্যে কেনা হয়েছে। তাতে মোট ২৪৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা কৃষকদের একাউন্টে সরাসরি প্রদান করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব জানান, সম্প্রতি রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী মরশুম থেকে ২০ টাকা ৪০ পয়সা প্রতি কেজি দরে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা হবে।তিনি জানান, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন, খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্য বৈচিত্র্যের মাধ্যমে অধিক অর্থকরী ফসল চাষ, উন্নতমানের বীজ বিতরণ, পর্যাপ্ত রাসায়নিক ও জৈব সারের যোগান, জলসেচ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ, জৈব চাষের এলাকা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক চাষে গুরুত্ব আরোপ, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ, ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গঠন, প্রতিটি কৃষি মহকুমায় ১টি করে কৃষক বন্ধু কেন্দ্র স্থাপন, কৃষি প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প যেমন প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি, প্রধানমন্ত্রী ফসলবীমা যোজনা কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে অর্থ প্রদান, কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, রাজ্যের গ্রামীণ বাজারগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ, উৎপাদিত ফসলের সঠিক বাজারজাতকরণ, মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে জমিতে রাসায়নিক এবং জৈবসার প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ২০২২-২৩ সালের মধ্যে রাজ্যের কৃষকদের গড় মাসিক আয় ১৩,৫৯০ টাকা করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার একটি ত্রি-বর্ষীয় পরিকল্পনা (২০২০-২১ থেকে ২০২২-২৩) গ্রহণ করে।

সচিব জানান, রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার জন্য দেওয়া সরকারী ভুর্তুকীর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-১৮ সালের তুলনায় এই বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৪১ শতাংশ। ২০১৭-১৮ সালে যেখানে এই বরাদ্দ ছিল ২৮ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, সেখানে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এই বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়ায় ৬১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকায়। তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্যে মোট ২১ হাজার হেক্টর এলাকায় জৈব চাষ করা হচ্ছে যা ২০১৭-১৮ সালে ছিল মাত্র ২ হাজার হেক্টর। শুধু তাই নয় উৎপাদিত জৈব ফসল অধিক দামে বহির্রাজ্যে বাজারজাতকরণেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সাড়ে ৫ মেট্রিকটন সুগন্ধি চাল, ১৯ মেট্রিকটন আদা, সাড়ে ১২ মেট্রিকটন হলুদ এবং সাড়ে ৫৬ মেট্রিকটন আনারস বহিরাজ্যে রপ্তানি করা হয়েছে।

তিনি জানান, ২০১৯-২০ সালে কোভিড অতিমারির প্রভাব সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের বিশেষ উদ্যোগে কৃষকদের স্বার্থে মোট ৪৯ হাজার মেট্রিকটন বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক সার কৃষকদের মধ্যে সময় মত বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছে দপ্তর এবং অতিমারির সময়েও রাজ্যে কোথাও সারের ঘাটতি ছিল না। সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব জানান, ২০১৯-২০ সাল থেকেই সরকার ধান চাষে তরল জৈব সার ব্যবহার শুরু করেছে। রাজ্য সরকার হাইব্রিড ধানের অধিক ফলনের জন্য গত দুই মরশুমে মোট ৬০ হাজার লিটার তরল এনপিকে জৈব সার কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেছে। এছাড়াও রাজ্যে একটি জৈব পণ্য পরীক্ষাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সচিব জানান, আমাদের রাজ্যে বর্তমানে ৫৮টি ব্লকের মধ্যে ৪১টি রকে ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গঠনের কাজ চলছে। এখন পর্যন্ত ২৭টি এফপিও-এর রেজিস্ট্রিকরণ হয়েছে। এই এফপিওগুলি সুগন্ধি জাতের ধান চাষ, আনারসের উৎপাদন এবং বিপন্ন, মধু উৎপাদন এবং বিপন্ন, বিভিন্ন মশলার চাষ এবং বাজারজাতকরণ, মাশরুম চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি জানান, রাজ্যে মোট ৫৫৪টি (২১টি এগ্রি প্রোডিউস মার্কেট, ৬৩টি হোলসেল বাজার ও ৪৭০টি গ্রামীণ বাজার) বিভিন্ন ধরণের বাজার আছে।গত সাড়ে চার বছরে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর মোট ৬৬টি বাজারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

এর মধ্যে আরআইডিএফ প্রকল্পে ৫৫টি গ্রামীণ বাজার এবং ১১টি কৃষি বিপন্ন বাজার উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যের ৭টি কৃষি বিপন্ন বাজারকে ই-এনএএম পোর্টাল-এ সংযুক্তিকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার প্রজেক্ট জমা দেওয়া হয়েছে।কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। সচিব জানান, রাজ্য সরকার কৃষকদের কৃষি কাজে প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি কৃষি মহকুমায় একটি করে মোট ৩৮টি কৃষক বন্ধু কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ২৯টি কৃষক বন্ধু কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। তিনি জানান, কৃষকদের স্বার্থে সরকার রাজ্যের অধিকাংশ ধান চাষীদের বীমার আওতায় আনতে ২০২০-২১ সালে "মুখ্যমন্ত্রী ফসলবীমা যোজনা" চালু করে।

ফলে আগে যেখানে কানি প্রতি কৃষকের প্রিমিয়াম দিতে হত ২২০ টাকা সেখানে বর্তমানে কৃষকগণ কানি প্রতি মাত্র ১০ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে বীমা করার সুযোগ পাচ্ছেন। রাজ্য সরকার কানি প্রতি ২১০ টাকা করে প্রিমিয়ামের টাকা বহন করছে। গত সাড়ে চার বছরে মোট ৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৬৯ জন কৃষককে বীমার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে ৮০ হাজার ৫৪১ জন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক মোট ৫ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা এখন পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ পেয়েছেন। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পে এখন পর্যন্ত রাজ্যের ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯৯৩ জন কৃষকের একাউন্টে দ্বাদশ কিস্তি পর্যন্ত সরাসরি ৫০৮ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব জানান, কৃষকদের বিভিন্ন কৃষি কর্মকান্ড এবং উন্নত কৃষি পরিষেবার সুফল কৃষকদের কাছে সরাসরি ও দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যের ৩৮টি ব্লকে একটি করে মোট ৩৮টি কৃষি মহকুমা স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও জোলাইবাড়ি, বি সি নগর, পোয়াংবাড়ি, নলছড় ও বামুটিয়া ব্লকে আরও ৫টি নতুন কৃষি মহকুমা শীঘ্রই চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে কৃষি দপ্তরের সচিব সাংবাদিক সম্মেলনে জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দু দাস উপস্থিত ছিলেন।

কসবা

● প্রথম পাতার পর

বলেন। এ উপলক্ষে কসবা কালিবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাস পরিষেবার উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, পর্যটকদের সুবিধার্থে এই বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন পরিষেবা আরও উন্নত করে রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে চাইছে রাজ্য সরকার। সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও কোভিড পরিস্থিতির কারণে পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে সাজিয়ে তোলার কাজ কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এমবিবি বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তরিত করার জন্য রাজ্য সরকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। রেল যোগাযোগ ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বিমান এবং রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় দেশ বিদেশ থেকে আরও অনেক বেশী পর্যটক রাজ্যে আসবেন বলে পর্যটনমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। বিশালগড় প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ছন্দা দেববর্মা, ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের ভাইস চেয়ারম্যান সমর রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেব। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন নিগমের এমডি সুবল বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সুবীর চৌধুরী প্রমুখ।

শ্রমিকের

● প্রথম পাতার পর

গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন স্থানীয় সূত্রে জানা যায় গে,মৃত ব্যক্তি অতিরিক্ত মদ্যপান করত,আর এদিনও মদ্যপান করে পুকুরের জলে স্নান করতে গেলে ঘটে এই বিপত্তি চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার আসল রহস্য উন্মোচনে মাঠে নেমে পড়েছে। পাশাপাশি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। বৃহস্পতিবার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কৈলাসহরে

● প্রথম পাতার পর

স্থলে তড়িঘড়ি ছুটে আসে কৈলাসহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা।।এসে গুরুতর আহত জয় ধরকে উদ্ধার করে কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় জয় ধরের চিকিৎসা চলছে কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে। পাশাপাশি ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কৈলাসহর থানার পুলিশ অফিসার উজ্জ্বল চৌধুরীর নেতৃত্বে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী।এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইকটি উদ্ধার করে কৈলাশহর থানায় নিয়ে আসে। বর্তমানে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইকটি কৈলাশহর থানার হেফাজতে রয়েছে। উক্ত ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকা জুড়ে।

বুধবার কৈলাশহরে বাইক দুর্ঘটনায় দম্পতি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত দম্পতিকে আশঙ্কা জনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুধবার আবারও কৈলাশহর থেকে টিলা বাজার রাস্তায় ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনা।এই ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই জন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে কৈলাশহর কুবঝার নিবাসী সাবির আলি নামে এক যুবক তার স্ত্রীকে বাইকের পিছনে করে কুবঝার থেকে টিলা বাজারের দিকে আসছিল।ঠিক এই সময় কৈলাশহর ইরানি থানার পুলিশ টিলা বাজারের দক্ষিণের কালভার্টের উপরে মোবাইলে বসে। সাব্বির আলি যখন বাইক নিয়ে টিলাবাজারের দিকে আসছিলেন হঠাৎ করে দেখতে পান টিলা বাজার কালভার্টের উপরে মোবাইল পুলিশ বসে আছে। মোবাইলে পুলিশ দেখামাত্র সাব্বির আলি বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি অটোর সাথে সজুড়ে ধাক্কা মারে। সাব্বির আলির বাইক অটোর সাথে ধাক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গে সাব্বির আলি এবং সাব্বির আলির স্ত্রী বাইক নিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায় । সাব্বির আলি রাস্তার পাশে লুটিয়ে পড়ে আছে দেখতে পেয়ে এলাকাবাসী কৈলাশহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেয়। কৈলাসহর থেকে ছুটে আসে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের বড় একটি গাড়ি। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়ি এসে গুরুতর আহত সাব্বির আলি এবং সাব্বির আলির স্ত্রীকে কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পথ প্রশস্ত

● প্রথম পাতার পর

চৌধুরী। এদিন আলোচনা চক্রে অংশ নিয়ে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতি তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছে তিনটি ধারায়। যে তিনটি ধারায় দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম হয়েছিল সেই ধারায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শ্রী চৌধুরী। সময় উপযোগী এই আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করে তিনি বলেন দেশ আজ আবারও আক্রান্ত। বর্তমান সরকারের আমলে দেশকে সাম্রাজ্যবাদের কাছে একচেটিয়া পুঁজিপতির কাছে বিক্রি করে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। দেশের পার্লামেন্টকে ব্যবহার করে দেশ ও স্বাধীনতাকে দুর্বল করা হচ্ছে। সে কারণেই আবার প্রয়োজন সেই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস।

সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় আঞ্চলিক দলগুলিকে একত্রিত হয়ে দেশকে রক্ষার আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যাখ্যা করেন। এদিন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জোট গঠনের দিকেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী আজ বলেছেন যে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টিকে ক্ষমতা থেকে সরাতে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে ঐক্য সময়ের প্রয়োজন। আলোচনা চক্রে বিশিষ্টদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা ও বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বিপ্লব কুমার দেব

● প্রথম পাতার পর

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু রাজ্যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একটি সার্কেল অফিস না থাকায় যোগাযোগের সমস্যার ফলে এর সার্বিকতায় আংশিক শ্লথতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আগরতলায় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই) ত্রিপুরা সার্কেল অফিস প্রতিষ্ঠা করা হলে রাজ্য সরকারের সাথে সহভাগীতা বৃদ্ধির দ্বারা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ত্রিপুরার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলির সংরক্ষণের কাজে আরো গতি পাবে। বিপ্লব কুমার দেব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিশা নির্দেশনায় উত্তর পূর্বের সামগ্রিক বিকাশে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। ডবল ইঞ্জিন সরকার, পর্যটন সহ এই ক্ষেত্রের বিকাশে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে। ত্রিপুরার বিপুল সম্ভাবনাময় ঐতিহ্য-বিজড়িত ও সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য স্থানগুলিকেও এএসআই-এর সংরক্ষণ ও সুরক্ষার আওতায় আনতে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে সার্কেল কার্যালয়টি। তৎসঙ্গে ত্রিপুরার পর্যটন ক্ষেত্রের বিকাশ দ্বারা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতের "অষ্টলক্ষ্মী" হিসাবে রূপান্তরিতকরণের সামগ্রিক লক্ষ্যে সার্থকতা এবং এই উদ্যোগের ফলে, সংস্কৃতির সামগ্রিক সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা নেবে বলেও আশা ব্যাক্ত করেন শ্রী দেব।প্রসঙ্গত, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসেবে বুধবারই প্রথম সভায় অংশ নেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। শ্রী ধনকড় সম্প্রতি উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

পাঁচটি দোকান

● প্রথম পাতার পর

দেববর্মা, বিপুল দেববর্মা, অনন্ত দেববর্মা। আর যে দুইটি চা স্টল পুড়ে যায় তাদের মালিকের নাম হলো অনুজ দেববর্মা ও বিহার দেববর্মা। একটি টি এস আর ক্যাম্প সংলগ্নই এই মায়ুঙবেকরেং পাহাড়ী বাজার। ঘটনার খবর পেয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ ও ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। কল্যাণপুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তর সূত্রে খবর বৈদ্যুতিন শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুনের সূত্রপাত। তাদের মতে মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রায় ছয় লাখ বিশ হাজার টাকার মতো।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এবং রাজ্য প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন রাজ্যের সকল অংশের জনগণ।

যেসব সুবিধা ভোগীরা বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পাশাপাশি যারা এখনো বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার আওতায় আসেননি তাদেরকে কিভাবে বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে স্বভাবতই দারুন খুশি ওইসব এলাকার সাধারণ মানুষজন। এদিন সকাল থেকেইবিজেপির ভোট প্রচারের দেওয়াল লিখনের শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান গত কাল রাতে নেশা বিরোধী অভিযানে পুলিশের বাড়াবাড়ি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

নিগম

● প্রথম পাতার পর

এই সমস্যাটির সমাধান করে দেবে বলে চলে যায়। তারপর গত কয়েকদিন আগে হঠাৎ আবার একটি ১৪৮৯৩ টাকার একটি বিল নিয়ে হাজির হয়। বাড়িতে বিদ্যুতের লাইন না থাকা সত্ত্বেও বারবার এভাবে বিদ্যুতের বিল আসার জন্য দেবব্রত সরকার বাধ্য হয়ে জম্পুইজলা বিদ্যুৎ নিগম অফিসে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গেলে বিদ্যুৎ নিগম অফিস থেকে দেবব্রত সরকারকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় উনার এই সমস্যাটির সমাধান করতে হলে ১৫০০০ টাকা জমা দিতে হবে। বিদ্যুৎ নিগম অফিসের এই ধরনের অযৌক্তিক কথাবার্তা শুনে অবশেষে নিরুপায় হয়ে দেবব্রত সরকার বাড়িতে চলে আসেন। বাধ্য হয়ে দেবব্রত সরকার সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে গোটা বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তার সাথে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার পেতে ভোক্তা আদালতে জম্পুইজলা বিদ্যুৎ নিগম অফিসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন।

মোহনপুরে

● প্রথম পাতার পর

কেন? এখানেই শেষ নয় সিধাই থানার অস্ত্রগুলি নিয়ে খামখেয়ালির ঘটনা। থানার কন্সেবল জনার্ধন কলই বেশ কয়েকদিন আগে চিকিৎসা জনিত কারণে ছুটিতে গিয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী কোন পুলিশ কর্মী ছুটিতে যাওয়ার আগে তার জন্য বরাদ্দকৃত অস্ত্র এবং গুলি সমস্ত কিছু জমা করে যেতে হয়। কিন্তু সিধাই থানার কড়িৎ কর্মা ওসি সমেত অন্যান্য আধিকারিকরা তারা কাছ থেকে তার জন্য বরাদ্দকৃত গুলি জমা না রেখেই তাকে ছুটিতে পাঠিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে কোন উপায় না দেখে যে বাক্সের ভেতর ওই পুলিশ কনস্টেবলের সমস্ত সামগ্রী এবং গুলি ছিল সে বাক্স তুলে এনে অস্ত্রের গুদামে পুরে দেয় কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনাটি আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সিধাই থানা কর্তৃপক্ষ অস্ত্রগুলির নিরাপত্তা সম্পর্কে একেবারেই দায়িত্ব জ্ঞানহীন।

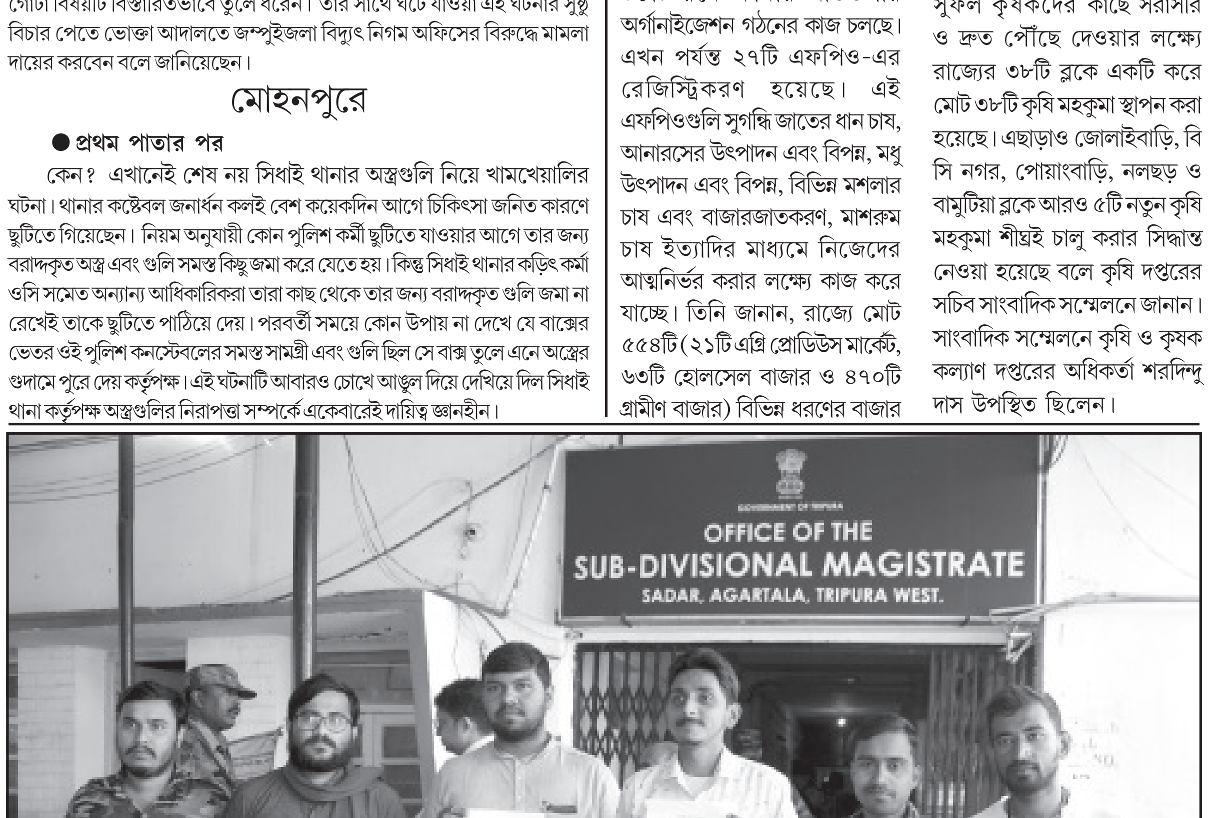

এসএফআই এর এক প্রতিনিধি দল সদর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে। ছবি নিজস্ব।

াঙ্গন

চন্দ্র স্মৃতি ফুটবলে ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে ঘুরে দাড়ালো রামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণ ক্লাব: ৩ ইউ: ফ্রেন্ডস: ১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। গুরুত্বপূর্ণ জয়। না হলে ভালো দল গড়েও অনেকটা পেছনে চলে আসতো। বুধবার উমাকান্ত ময়দানে শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগে ঘটলো এই ঘটনা। রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ম্যাচে রামকৃষ্ণ ক্লাব ৩-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে। বিজয়ী দলের হয়ে জোড়া গোল করেন সোনম চুং সেরপা। এছাড়া একটি গোল করেন এল্টন ডার্লং। ফ্রেন্ডসের পক্ষে একমাত্র গোলটি করতে সক্ষম হয় রিংহর জমাতিয়া। তবে জয়ী হলে ও তেমন একটা জমাটি ফুটবল দেখা গেল না রামকৃষ্ণ ক্লাবের তরফে। এক কথায় বলতে গেলে অনেকটা সাদা মাটা ফুটবল খেলেই ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট হাসিল করে নিলো কৌশিক রায়ের ছেলেরা। আদতে এটা কিন্তু রামকৃষ্ণ ক্লাবের আসল ফুটবল নয়। ম্যাচের শুরু থেকেই এই বিষয়টা নজরে পড়লো কোচ সহ মাঠে উপস্থিত প্রত্যেকের। রামকৃষ্ণ ক্লাবের তুলনায় অনেকটাই দুর্বল দল বলা চলে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে। তারপর ও তারা নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করে ম্যাচে। নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকার নেই তাদের। যার ফলে রামকৃষ্ণ ক্লাবের রক্ষণভাগকে খুব একটা বিচলিত হতে হয়নি। প্রথমার্ধে দর্শকদের প্রাপ্তি বলতে রামকৃষ্ণ ক্লাবের এল্টন ডার্লং- এর একমাত্র গোলই। তবে এই অর্ধে কমপক্ষে চারটি গোল করতে পারতো রামকৃষ্ণ ক্লাব। যা হয়ে উঠেনি। বিরতির পর আবার ও শুরু হলো ম্যাচ। মাঝমাঠ বলতে কিছুই ছিল না রামকৃষ্ণ ক্লাবের। ময়দানের অন্যতম জোন হলো এই মাঝমাঠ। এতেই এবরো খেবরো ফুটবল খেলতে থাকে রামকৃষ্ণ ক্লাবের ফুটবলাররা। বরাত ভালো এই অর্ধে দু-বার সোনম চুং সেরপা জাল নাড়িয়ে দেয় ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের।

তিন গোল হজম করার পরে ও জমি ছাড়তে রাজি নয় ফ্রেন্ডস শিবির। মরিয়া প্রয়াস চালায় গোটা দল। সুবাদে ম্যাচের প্রায় অন্তিম লগ্নে একটি গোল আদায় করতে সক্ষম হলো দল। গোলটি করে রিংহর জমাতিয়া। সুবাদে ৩-১ গোলের ব্যবধানে জয় হাসিল করে নিলো রামকৃষ্ণ ক্লাব। তবে দল জিতেছে এটা প্রশান্তির। কিন্তু মাঝমাঠের খেলা নিয়ে খোদ বিরক্তি প্রকাশ করলেন কোচ কৌশিক রায়। ম্যাচের সেরা ফুটবলার হলেন জোড়া গোল দাতা রামকৃষ্ণ ক্লাবের সোনম চুং সেরপা। তার হাতে আয়োজকদের তরফে ম্যাচের সেরার পুরস্কার ও তুলে দেয়া হলো। ম্যাচটি পরিচালনা করলেন জুনিয়র রেফারি আদিত্য দেববর্মা।

ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের দলবদলে ৬ দিনে ৫৪ জন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। দলবদলে প্রতিভাবান ও প্রথম সারির ক্রিকেটারদের সমাহার। ক্রিকেট ক্লাবগুলোও যথেষ্ট ব্যস্ত ঘর গোছানোর লক্ষ্যে। হার্ভে, ব্লাডমাউথ, ওপিসি, ইউনাইটেড বি এস টি, শতদল সংঘ চলমান, পোলস্টার এমনকি জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবও আজ ময়দানে নেমেছে, নিজেদের ক্লাবের পক্ষে ক্রিকেটারদের সই করানোর জন্য। বিক্রম দেবনাথ জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ছেড়ে এবং সুরজ সরকার ও প্রসেনজিৎ পাল ইউনাইটেড বিএসটি ছেড়ে হার্ভের হয়ে খেলবেন বলে সই করেছে। ব্লাড মাউথ ছেড়ে সন্দীপ সরকার এবং সংহতি ছেড়ে অমরেশ দাস পোলস্টারের পক্ষে সই করেছেন। তেমনি হার্ভে ছেড়ে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবে এসেছেন সুরজিৎ দেববর্মা। স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ছেড়ে স্বরাভ সাহানি এবং ইউনাইটেড বি এস টি ছেড়ে শুভ্রপ্রতিম ভট্টাচার্য ব্লাড মাউথের পক্ষে সই করেছেন। হার্ভে থেকে দুইজন সম্রাট সিংহ ও দীপায়ন দেববর্মা এবং ব্লাড মাউথ থেকে বিজয় রায় ও স্ফুলিঙ্গ থেকে জয়দীপ দেব এবার (২০২২-২৩) শতদল সংঘের হয়ে খেলবেন বলে সই করেছেন। মৌচাক ছেড়ে সুজিত দেবনাথ ইউনাইটেড বি এস টি"র পক্ষে সই করেছেন। জেসিসি ছেড়ে ওপিসি-তে এসেছেন হৃতায়ন দে। স্পর্শ দেববর্মা ও নবব্রত শীল গত বছর কসমোপলিটনের হয়ে খেলেছিল। তেমনি সুজয় বাউল খেলেছিল শতদল সংঘের হয়ে। তিনজনেই এ বছর আজ টোকেন তুলেছেন, কিন্তু কোনদলের হয়ে খেলবেন বলে এখনো টোকেন জমা করেননি বা সই দেননি। উল্লেখ্য, গত ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে আজ নিয়ে ছয় দিনে মোট ৫৪ জন ক্রিকেটার ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের দলবদলে শামিল হয়েছেন।

শান্তিরবাজারে মহিলা ক্রিকেট অন্তরার সৌজন্যে ফের জয়ী রেক্স

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। জয়ের ধারা অব্যহত রাখলো রেক্স ক্লাব। পর পর দুই ম্যাচে জয় পেয়ে গ্রুপের শীর্ষে রইলো রেক্স ক্লাব। বুধবার অন্তরা দাসের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে সহজ জয় পায় রেক্স ক্লাব। ১৩৯রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে উত্তর তাউখোমা স্কুলকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত মহিলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। বাইখোড়া স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বিজয়ী দলের অন্তরা দাস প্রথমে ব্যাট হাতে ৯৩ রান করার পর বল হাতে ৫ উইকেট তুলে নিয়ে দলের জয়ের বড় ভূমিকা নেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে রেক্স ক্লাব ৩৫.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৮৬ রান করে। দলের পক্ষে ওপেনার অন্তরা দাস ৬৯ বল খেলে ১৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৩, প্রীয়াঙ্কা দাস ৪০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, এবং গঙ্গোত্রি ত্রিপুরা ৩৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করেন।দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৫ রান। উত্তর তাউখোমা স্কুলের পক্ষে রেশ্মি নোয়াতিয়া (৪/৫৭) এবং অন্ত রাণী নোয়াতিয়া (৩/৩১) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে অন্তরা দাসের (৫/৫) বিধ্বংসী বোলিংয়ে মাত্র ৪৭ রানে গুটিয়ে যায় উত্তর তাউখোমা স্কুল।দল সর্বোচ্চ ২৩ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। দলের পক্ষে একমাত্র রেশ্মি নোয়াতিয়া ২২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। আর কেউ দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। রেক্স ক্লাবের পক্ষে অন্তরা দাস (৫/৫), বিজয়ী দাস (২/১০) এবং প্রীয়াঙ্কা দাস (২/১৭) সফল বোলার।

দিল্লিতে মহিলা ক্রিকেট সৌরাষ্ট্রকে হারিয়ে রোমাঞ্চকর জয় ত্রিপুরার

ত্রিপুরা-৯৩ সৌরাষ্ট্র-৯২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রোমহর্ষকর ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত লো স্কোরিং ম্যাচে জয় পেলো ত্রিপুরা। ১ রানে। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৯ বালিকাদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। দলের প্রতিটি ক্রিকেটারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি অসম্ভব কাজকেও সম্ভব করা যায়, এর প্রমান বুধবার দেখালো রূমা দাসের মেয়েরা। মাত্র ৯৩ রানের পুজিকে নিয়ে যেভাবে লড়াই করলেন অম্বেষা-রা , তা প্রশংসার দাবি রাখে। দিল্লির এয়ারফোর্স মাঠে এদিন সৌরাষ্ট্রকে ১ রানে পরাজিত করে ত্রিপুরা। রাজ্যদলের গড়া ৯৩ রানের জবাবে সৌরাষ্ট্র ৯২ রান করতে সক্ষম হয়। এদিন জয় পেয়ে মনোবল বাড়িয়ে নিলেন অনামিকা-রা। আজ দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে। এদিন সকালে সৌরাষ্ট্রের অধিনায়িকা টসে জয়লাভ করে ত্রিপুরাকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। একঝাঁক নতুন মুখ নিয়ে গড়া ত্রিপুরার ব্যাটসম্যান-রা তেমন সুবিধে করতে পারেননি। ব্যাতিক্রম দলনায়িকা অম্বেষা দাস। ত্রিপুরার অধিনায়িকার দাযিত্বশীল ব্যাটিংয়ে রাজ্যদল স্কোর বোর্ডে কিছুটা রান দাড় করতে সক্ষম হয়। অম্বেষা ৪৭ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১ রান করে। এছাড়া অশ্মিতা নাথ ৭৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং অনামিকা দাস ৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। ত্রিপুরা ৩৫.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ৯৩ রান করে। সৌরাষ্ট্রের পক্ষে হির্ভা ভি (৬/৬) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরার বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ে শুরু থেকে চাপে পড়ে যায় সৌরাষ্ট্র। এবং ক্রমাগত উইকেট হারাতে থাকে। দলের পতনের মুখে রুখে দাড়ান বল হাতে সফল হওয়া হির্ভা। অপর প্রান্ত ক্রমাগত উইকেট হারাতে থাকে দল। শেষ পর্যন্ত সৌরাষ্ট্র ৪৩.১ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ৯২ রান করতে সক্ষম হয়। বিপক্ষ দলের পক্ষে হির্ভা ১৩০ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৫ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। ত্রিপুরার পক্ষে রিফু দেববর্মা (২/১৪) এবং পারমিতা চক্রবর্তী (২/২২) সফল বোলার। দুরন্ত ফিল্ডিং করে ত্রিপুরার মেয়েরা বিপক্ষের ৪জন ব্যাটসম্যানকে রান আউট করেছেন। দলের জয়ে খুশি কোচ রূমা দাস এবং নারায়ন দে। দুজনই বিশ্বাস করেন, ওই জয় পরের ম্যাচের আগে দলীয় ক্রিকেটারদের মনোবল অনেকটাই বাড়াবে,

স্পোর্টস কাউন্সিলের উদ্যোগে ২০টি ইভেন্টে ভর্তির ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ২০টি বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ পরিচালিত এন এস আর সি সি"তে এবার ২০টি ইভেন্টে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির কর্মসূচি শুরু হয়েছে। প্রতিটি ইভেন্টের ক্ষেত্রেই বয়স ভিত্তিক নির্দিষ্ট সীমারেখা মেনে শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য আবেদন করতে হবে। প্রতিটি ইভেন্টে ছেলে ও মেয়ে উভয় বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

অ্যাথলেটিক্সে ১১ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত, ব্যাডমিন্টনে ৫ থেকে ১৮ বছর, বাস্কেটবলে ১২ বছরের উর্ধে, ক্রিকেটে ৮ থেকে ১৪ বছর, দাবায় ৪ থেকে ১৬ বছর, ফুটবলে ১০ থেকে ১৮ বছর, জিমন্যাস্টিক্সে ছেলেদের ক্ষেত্রে ৫ থেকে ৬ বছর, মেয়েদের ক্ষেত্রে ৪ থেকে ৬ বছর, হকিতে ১৪ বছরের উর্ধে, হ্যান্ডবলে ১০ বছরের উর্ধে, জুডোতে ১০ বছরের উর্ধে, কাবাডিতে ১০ থেকে ১৮ বছর, কিক বক্সিংয়ে ৬ থেকে ১৮ বছর, ক্যারাটে/ বক্সিংয়ে ৬ থেকে ১৮ বছর, কুং-ফুতে ৪ বছরের উর্ধে, মোয়াইথাই-এ ৬ থেকে ১৮ বছর, সাঁতারে ৬ থেকে ১২ বছর, টেবিল টেনিসে ৫ থেকে ১৪ বছর, ভলিবলে ১২ বছরের উর্ধে, ওয়েট লিফটিংয়ে ১৫ বছরের উর্ধে এবং যোগাসনে ৬ বছরের উর্ধে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি করানো হবে। ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ১২ ডিসেম্বর থেকে বেলা সাড়ে ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে, এন এস আর সি সি থেকে ফর্ম সংগ্রহ করার জন্য বলা হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের জয়েন্ট সেক্রেটারি সরযূ চক্রবর্তী আজ এ বিষয়ে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। সংগৃহীত ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়ার সময় বয়সের সঠিক প্রমাণ পত্র নিয়ে আসতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

করিমগঞ্জে রেটিং দাবায় ত্রিপুরার শুভায়ন সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রাইজমানি ওপেন রেটিং দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার দাবারুরা ভালোই সাফল্য পেয়েছে। অনূর্ধ ৬ বছর বিভাগে ত্রিপুরার মেট্রিক্স চেস একাডেমির শিক্ষার্থী শুভায়ন দাস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে এই দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ আজ, বুধবার শেষ হয়েছে। ত্রিপুরা থেকে অংশগ্রহণকারী দাবারুদের মধ্যে শাক্য সিনহা মোদক, অনুরাগ ভট্টাচার্য, আয়ুস সাহা প্রত্যেকে সাড়ে ৫ করে পয়েন্ট পেয়েছে। প্রসেনজিৎ পুরকায়স্থ, টাইটান দেববর্মা ও রাজীব চক্রবর্তী পেয়েছে ৫ করে পয়েন্ট। সম্রাট সাহা, শ্রেয়সী সাহা ও আদ্রিজা পেয়েছে চার করে পয়েন্ট। মোট ১০০ জন দাবাড়ু এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। আসামের কৃষাণ কুমার জগন্নাথ ১০ রাউন্ডের প্রতিযোগিতায় ৯ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

বিজয় মার্চেন্ট : জয়ের লক্ষ্যে আসাম ব্যাকফুটে থেকেও আশাবাদী ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। চালকের আসনে আসাম। ব্যাকফুটে ত্রিপুরা। সুরাটে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি তিন দিবসীয় ম্যাচ। পরাজয়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে ত্রিপুরা শিবিরে। চতুর্থ ইনিংসে ১১৬ রান তাড়া করা, আসামের অনূর্ধ ১৬ ক্রিকেটারদের কাছে তেমন দুরূহ কাজ নিশ্চয়ই নয়।

তবুও ত্রিপুরার বোলারদের দিকে তাকিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট। অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট। ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেলে বোলারও পারে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে। বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি অনূর্ধ ১৬ তিন দিবসীয় ক্রিকেট ম্যাচ চলছে ত্রিপুরা ও আসামের মধ্যে। সুরাটের খোলবার জিমখানা গ্রাউন্ডে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ইতিমধ্যে ত্রিপুরা ১১৬ রানে এগিয়ে রয়েছে। আসাম তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে এই ১১৬ রান কে তাড়া করতেই আগামীকাল অন্তিম দিনে মাঠে নামবে। দিনভর অন্তত ৯০ ওভারের খেলা রয়েছে। সরাসরি জয় আসামের হাতের মুঠোয়। তবুও ত্রিপুরার বোলাররা বিশেষ করে প্রথম ইনিংসের মতো রিয়াদ, অভীক, রাকেশ এবং শুভজিৎ-রা অকস্মাৎ জ্বলে উঠতে পারলে হয়তো শতরানের মধ্যে আসামকে রুখে জয় হাসিল করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা তাদের প্রথম ইনিংসের ১৩৫ রানের জবাবে আসাম আজ, বুধবার ১৫০ রানে ইনিংস শেষ করে।

দলের পক্ষে আরমান্দ জাফরি (৩৬) এবং ওয়াসিম আকরাম হক (২৩) দলকে মূলতঃ লিড এনে দেয়। ত্রিপুরার রিয়াদ হোসেন ৫০ রানে ৬টি উইকেট তুলে নিয়ে বেশ সাফল্য পেয়েছে। এছাড়া, অভিক পাল ও রাকেশ রুদ্র পাল পেয়েছে দুটি করে উইকেট। জবাবে ত্রিপুরা ১৫ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৬৩ ওভার ১ বলে ১৩১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে আয়ুস দেবনাথ এর ৩৫ রান এবং ওপেনার দেবাংশু দত্তের ২২ রান কিছুটা উল্লেখযোগ্য। আসামের প্রাঞ্জল পাল ৩৬ রানে পাঁচটি উইকেট পেয়েছে। সংক্ষিপ্ত স্কোর: ত্রিপুরার প্রথম ইনিংসে ১৩৫ রান, দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩১ রান। আসাম প্রথম ইনিংসে ১৫০ রান।

সেইল ফুটবল একাডেমির জন্য ত্রিপুরার ৫ খেলোয়াড় বাছাইকৃত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। পাঁচ জন খেলোয়াড় বাছাইকৃত হয়েছে। সেইল ফুটবল একাডেমির জন্য রাজ্যের ফুটবল খেলোয়াড়দের জন্য এটি একটি আশাপ্রদ খবর। বিগত বছরের মতো এবারও সেইল ফুটবল একাডেমির জন্য ত্রিপুরা থেকে ফুটবলার বাছাইয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সিলেকশন ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুদিন ব্যাপী এই সিলেকশন ট্রায়ালে সেইল ফুটবল একাডেমি থেকে সেইলের উচ্চপদস্থ আধিকারিক তথা ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান দলের প্রাক্তন ফুটবলার ও কোচ প্রমুখ আগরতলায় এসেছিলেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সিলেকশন ট্রায়াল থেকে পাঁচজন প্রতিভাবান ফুটবলারকে বাছাই করা হয়েছে। সেইল ফুটবল একাডেমির জন্য। উল্লেখ্য, এবারের বাছাইকৃত ফুটবলাররা স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ঝাড়খণ্ডের বোকারোস্থিত সেইল ফুটবল একাডেমিতে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে। বাছাইকৃত পাঁচ ফুটবলাররা হলঝ আদিত্য কুমার সিনহা, কোয়ারিং দেববর্মা, থোঙ্গাম নিকোলাস সিং, বিশাল দেববর্মা ও সমাই জমাতিয়া। যথাসময়ে তাদের ঝাড়খণ্ডের বোকারোতে সেইল ফুটবল একাডেমিতে ডেকে নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এদিকে, এই ফুটবলার সিলেকশন ট্রায়ালের ব্যবস্থাপনায় ছিল ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। জয়েন্ট সেক্রেটারি পার্থসারথি গুপ্ত টিএফএ-র পক্ষ থেকে তাতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

Advertisement

Skill Development Training at SDI Guwahati

Registration open as per this brief given bellow:

Course	Durati	Age	Minimum Qualification	Sector Skill Council
Industrial Electrician (Oil & Gas)	850 hrs	18-28 Year	Class XII Passed / ITI	Hydrocarbon
Industrial Welder (Oil & Gas)	600 hrs	18-23 Year	Class XII Passed / ITI	Hydrocarbon

Residential training free of cost at Guwahati.
Training would be conducted under SDI, Guwahati (Learnet Skill ltd)
Placement opportunity to be provided after successful completion of the training
Only male candidate can apply
Interested candidate fulfilling the criteria are requested to visit physically to the office of the undersigned on 12th Dec, 2022 10am to 2 pm for registration.
Please bring xerox copy of 12th pass Certificate, Aadhaar / Voter ID/PAN card/10th Pass certificate as proof of age along with 3 copies of passport size photographs.
Please note that an amount of Rs 3000/-(Caution money) to be deposited by the selected candidate of which Rs 2000 is refundable after Completion of the training.

ICA/D-1613/22

Sd/
Director, Skill Development

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বুধবার পতাকা দিবস উপলক্ষে আগরতলায় তহবিল সংগ্রহ অভিযান। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে কাজ করছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।।জাতি জনজাতি সহ রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পগুলিকে রাজ্যের প্রতিটি অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের উন্নয়নে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আজ গোমতী জেলার করবুক মহকুমার যতনবাড়ি মোটরস্ট্যাণ্ড এলাকায় বন দপ্তর দ্বারা আয়োজিত স্ক্যাটফর্ম প্রজেক্টের মাধ্যমে বিভিন্ন আয় উপার্জন সামগ্রী ও ঋণ প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি ব্যক্তিকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলা। রাজ্যের বিকাশ হলে দেশেরও উন্নয়ন হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দিশায় সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এবং সবকা বিশ্বাস নিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক রতি দাস বলেন, সাধারণ মানুষের রোজগার বাড়ানোর জন্য সরকার বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করছে। সরকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে চলেছে। মন্দিরঘাট থেকে যতনবাড়ি পর্যন্ত সড়ক প্রশস্থের কাজ চলছে। এই সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেলে আগামীদিনে নারকেলকু' ভ্রমণে দেশ বিদেশের পর্যটকরা আরও বেশি আসবে। যারফলে যতনবাড়ি, নূতনবাজার এলাকার ব্যবসায়ীরা বেশি লাভবান হবেন। উদয়পুর মহারাণী থেকে ছবিমুড়া ভ্রমণে পর্যটকদের আরও বেশি আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার জন্য কাজ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকেও অন্যতম ধর্মীয় পর্যটনস্থল করার লক্ষ্যে দ্রত গতিতে কাজ চলছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা জাইকা প্রজেক্টের সিইও ড. অভিনাশ এম কানফাডে, বন দপ্তরের প্রধান সচিব কে এস শেঠি প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন করবুক ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান অসীম ত্রিপুরা, গোমতী জেলার জেলাশাসক গভেকার ময়ূর রতিলাল সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন গোমতী জেলার জেলা বন আধিকারিক ড. এন কে চ'ল। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ স্ক্যাটফর্ম প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের হাতে সরকারি সাহায্য হিসেবে ই-রি', পর্যটনের নৌকা, মৌমাছি পালনের বা', খেলাধূলার সামগ্রী, জমির পাট্টা, মশারি, ফ্রি ট্রেড লাইসেন্স, শুকর পালনে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবী ভাস্কর ভট্টাচার্য।

রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় ৩ লক্ষ ৯২ হাজার পরিবারকে ফল চাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে ঃ সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ফল ও সব্জি চাষের মাধ্যমে রাজ্যের ক'ষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তর বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি ফল ও সব্জির চাহিদা মেটাতে বহির্রাজ্যের উপর নির্ভরতা কমাতে দপ্তর বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে একথা জানান। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় ২০২১-২২ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের এখন পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৯২ হাজার পরিবারকে ফল চাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও ৪ লক্ষ পরিবারকে সব্জি চাষের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের সাফল্যের চিত্র তুলে ধরে ক'ষি দপ্তরের সচিব জানান, ফুল চাষের মাধ্যমে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার পরিবারগুলিকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী পুপ উদ্যান প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে ২০২১-২২ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের এখন পর্যন্ত ৮৭৪ হেক্টর এলাকাকে ফুল চাষের আওতায় আনা হয়েছে। মাশরুম চাষীদের মাশরুম বীজের অভাব দূর করার জন্য এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৮টি মাশরুম বীজ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলোতে এখন পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৬৬ টি মাশরুম বীজের প্যাকেট তৈরি করা হয়েছে। সচিব জানান, রাজ্যের বিখ্যাত আনারসকে দেশ-বিদেশের বাজারে বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর একটি ভিজ্যুয়াল ডিজিটাল লোগোর উদ্বোধন করা হয়েছে। বিগত সাড়ে চার বছরে মোট ১০০১৫.৩৮ মেট্রিক টন আনারস দেশের বিভিন্ন রাজ্য সহ দুবাই, কাতারে রপ্তানি করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য উদ্যানজাত ফসলের মধ্যে আপেল, তেঁতুল, পান পাতা, কাঠাঁল, সুগন্ধি লেবু ইত্যাদি বাংলাদেশ, জার্মানি, ইংল্যাণ্ড ও দুবাই রপ্তানী করা হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে ৫৩০ হেক্টর জমিতে পাম অয়েল চাষ করার উদ্যোগ নিয়েছে দপ্তর। এরজন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে ইতিমধ্যেই ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ক'ষি দপ্তরের সচিব জানান, রাজ্যে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে বছরে ৫০ হাজার সবরি কলার চারা উৎপাদনের জন্য তামিলনাড়ুর তিরুচেরাপল্লীস্থিত জাতীয় কলা গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য সরকারের একটি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজ্যের ক'ষকদের উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষিত রাখার জন্য চলতি বছরের নভেম্বরের ২৪ তারিখ গোলাঘাটিতে একটি পোস্ট হার্ভেস্ট সেন্টার এবং একটি গ্রামীণ সংগ্রহ কেন্দ্রের উদ্ধোধন করা হয়েছে। রাজ্যের ১৫,৩৬৮ হেক্টর এলাকা হাইবিড সব্জি চাষের আওতায় আনা হয়েছে। এরফলে ৭৬,৮৪০ জন ক'ষক উপক'ত হয়েছেন। এছাড়াও ৯,৪৪৬ হেক্টর জমি ফল চাষের এবং ৯১৯ হেক্টর জমি মশলা চাষের আওতায় আনা হয়েছে। কোভিড অতিমারির সময়ে রাজ্যের ৬৯৩ জন ক্ষতিগ্রস্ত ফুলচাষীকে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে বলে সচিব সাংবাদিক সম্মেলনে জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ফণিভূষন জমাতিয়া উপস্থিত ছিলেন।

বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে জোর রাজনৈতিক তৎপরতা কদমতলা কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ভোট এসেছে তাই জনতার দুয়ারে নেতারা। বিজেপি করছে ঘর ঘর সুশাসন, ঘর ঘর বিজেপি অপরদিকে কংগ্রেস করছে জন সম্পর্ক অভিযান। ২৩ বিধানসভায় কদমতলায় কুর্তি বিধানসভায় কঠিন লড়াইয়ের ইঙ্গিত মিলছে এখনই। ব্লক চেয়ারম্যান সুব্রত দেবের নির্বাচনী এলাকা দক্ষিণ কদমতলায় জন সম্পর্ক অভিযানে বেরিয়ে পড়েন কংগ্রেস নেতা বশির আলী। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর থেকে বঞ্চিত বাড়ি গুলিতে গিয়ে ভোটারদের সামনে প্রশ্ন তুলেন কিসের সুশাসন। কংগ্রেস নেতা বশির আলীর অভিযোগ বিজেপি নেতারা প্রতিটি সুশাসন এনে দিয়েছেন বললেও বাস্তবের ছবি ভিন্ন। প্রধানমন্ত্রী আবাস থেকে বঞ্চিত বহু পরিবার। গ্রামের রাস্তা মেরামত হয়নি, ৬ মাস ধরে ভাতা বন্ধ অথচ এই এলাকা নির্বাচিত চেয়ারম্যান ভোটের পর একটি বার এলাকায় আসেননি। কদমতলায় ডিগ্রি কলেজ, বিএড কলেজ কোন কিছুই হয়নি সবই জুমলা বাজি। আর এলাকার বাম বিধায়ক এসব নিয়ে সরব হননি। তাই মানুষ বিজেপি সিপিএমের বিকল্প হিসাবে কংগ্রেসকে চায় বলে দাবি এই কংগ্রেস নেতার। প্রসঙ্গত-ব্লক চেয়ারম্যান সুব্রত দেবের গত পঞ্চায়েত সমিতির ভোটে দুইশত ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন বশির আলী। অন্যদিকে কদমতলা ব্লকের ১৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে। বিজেপি নেতা কর্মীরা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত এই বার মিস হবে না কদমতলায় পদ্মফুল ফুটবে। বাড়ি বাড়ি প্রচারে মন্ডল সভাপতি রাজা ধর, ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যা দাস, মন্ডল প্রভারী জহর চক্রবর্তীরা কদমতলা কুর্তি বিধানসভা বিভিন্ন গ্রামের ঘর ঘর অভিযানেসামিল হচ্ছেন। অপরদিকে জেলা পরিষদের সদস্যা মামণি রায়, মহিলা মোর্চার মন্ডল সভানেত্রী অঞ্জনা চক্রবর্তীরা বিভিন্ন বুথে বাড়ি বাড়ি প্রচার করছেন। চুরাইবাড়ি চল্লিশ নং বুথে বাড়ি বাড়ি প্রচার অভিযানে তাদের সাথে ছিলেন বুথ সভাপতি রূপক দেব রায় সহ অনন্যরা।

গোলাঘাটিতে ক্যান্সার সনাক্তকরণ শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ ডিসেম্বর।। ক্যান্সার মানেই মৃত্যু। কিছুদিন আগেও এটা সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ও স্বাস্থ্য পরিষেবা নাগরিকদের হাতের কাছে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্যে ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামীন এলাকায় বেশি।শুরুতে ক্যান্সার সনাক্তকরণ সম্ভব হলে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে নিরাময় সম্ভব। কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় নাগরিকরা বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সহজে হাসপাতালে যায়না। এরফলে শরীরে ক্যান্সার বাসা বাঁধলেও সঠিক সময়ে চিকিৎসা হয়না।গ্রামীন এলাকায় স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং রোগনির্ণয়ের জন্য স্বাস্থ্য কর্মীরা মাঠে নেমে কাজ করছেন। রাজ্য সরকার ক্যান্সার সনাক্তকরণে এক নতুন অভিযান শুরু করেছেন।এরজন্য একটি প্রকল্পও ঘোষণা হয়েছে। প্রকল্পের নাম মুখ্যমন্ত্রী ক্যান্সার ও সংক্রমণ ব্যাধি সনাক্তকরণ ও সচেতনতা অভিযান। এই প্রকল্পে গ্রামে গ্রামে ক্যান্সার সনাক্তকরণ অভিযান শুরু হয়েছে। বুধবার গোলাঘাটি বাজারে শিবির অনুষ্ঠিত হয়। দয়ারামপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা এই শিবির পরিচালনা করেন। গ্রামের মানুষ শিবিরে অংশ নিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহনের পাশাপাশি ক্যান্সার ও সংক্রমণ ব্যাধি শরীরে বাসা বেঁধেছে কিনা পরিক্ষা নিরিক্ষা করান। দয়ারামপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিক্যাল ইনচার্জ ডা. কুশল রাজ দে জানান ক্যান্সার ও সংক্রমণ ব্যাধি নিরূপণ করার পর সরকারিভাবে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হবে। বর্তমানে বিভিন্ন গ্রামে স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। স্বাস্থ্য কর্মীরা ও আশা কর্মীরা প্রতিনিয়ত জনগণের সাথে যোগাযোগ করছেন। স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা ধরনের সচেতনামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরপর ও মানুষের অসচেতনতা জন্য ক্যান্সার সহ অন্যান্য মারনব্যাধির প্রকোপে পড়ে বহু জীবন দীপ অকালে নিভে যাচ্ছে।

বুধবার রামনগরে সিপিএমের উদ্যোগে র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

তেলিয়ামুড়ায় কৃষকরা যন্ত্রপাতি ব্যবহারে গুরুত্ব দিচ্ছেন চাষাবাদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। কৃষি কাজে বিজ্ঞানের ব্যবহার কৃষকদের পরিশ্রম ও সময় অপচয়ের হাত থেকে দারুন ভাবে রক্ষা করে চলেছে। কৃষকরা এখন বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কৃষি কাজে অধিক মনোনিবেশ করছেন। বিজ্ঞানের প্রতি আস্তা রেখে কৃষকরা অনেকটাই এগিয়ে গেছে। এবার ধান চাষাবাদের ক্ষেত্রেই হউক আর ধান মাড়াই এর ক্ষেত্রেই হউক। মূলত বিজ্ঞান যুগে কৃষকরাও বুঝে গেছে সময়ের অপচয় কম করতে হবে। কম সময়ে বেশি পরিমাণ কাজ করতে হবে। তবেই আয় উপার্জন অনেকটা বৃদ্ধি পাবে। তেলিয়ামুড়া আর.ডি. ব্লকের অধীন রুপাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ণচন্দ্র করবং পাড়ার কৃষকরা ধান চাষাবাদের ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। কারণ প্রয়োজনীয় বৈধ কাগজপত্র দেখিয়ে কৃষকরা সরকারের কাছে ধান বিক্রি করতে পারে। আর সরকারের কাছে ধান বিক্রি করে কৃষকরা এক প্রকার লাভবান। কথা হচ্ছিল কৃষকদের ধান মাড়াই করার পদ্ধতি নিয়ে। কৃষকরা বিজ্ঞান ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে এবার বোম্বা মেশিন দিয়ে ধান মাড়াই করছে। এ প্রসঙ্গে এলাকার এক কৃষক জানান, আমরা আগে গবাদিপশু এবং পাওয়ার টিলার দিয়ে ধান মাড়াই করা হতো। এতে সময়ও বেশি লাগতো। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সময় যেমন অপচয় হতো তেমনি সঠিকভাবে শ্রমিকও পাওয়া যেত না। তাই এবার কৃষকরা বোম্বা মেশিন দিয়ে ধান মাড়াই করছে। এই মেশিন দিয়ে ধান মাড়াই করলে সময়ের অপচয় ঘটে না এবং খুব বেশি শ্রমিকেরও প্রয়োজন হয় না। এটা মূলত কৃষকদের কাছে খুব লাভজনক। উপরন্তু রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে এবার থেকে সরকার কৃষকদের কাছ থেকে প্রায় কুড়ি টাকা করে ধান ক্রয় করবে। এতে কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে। ভোটের মুখে রাজ্য সরকারের এমন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ কৃষকদের অনেকটাই কাজে আসবে। তবে পূর্ণচন্দ্র করবং পাড়ার রাস্তাঘাটের দৈন্যতার কারণে কৃষকরা লাভের মুখ কম দেখতে পায়।

অল ত্রিপুরা আন অর্গানাইজড ওয়ার্কার্স কংগ্রেসের রাজ্য কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। আগরতলা কংগ্রেস ভবনে অল ত্রিপুরা আন অর্গানাইজড ওয়ার্কার্স কংগ্রেসের রাজ্য কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার অসংগঠিত সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণে কোন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেনি বলে গুরুত্ব অভিযোগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। একই ধরনের অভিযোগ এনেছেন সর্বভারতীয় নেতা জাতীয় চেয়ারম্যান ড উদিত রাজ। বুধবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে অল ত্রিপুরা আন অর্গানাইজড ওয়ার্কার্স কংগ্রেসের রাজ্য কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি গোপাল চন্দ্র রায় বলেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার এখনো পর্যন্ত অসংগঠিত সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণে কোন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। অসংগঠিত সরকারি কর্মচারীরা আর্থিক বঞ্চনার সহ নানা প্রকল্পে বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের এ ধরনের মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। অল ত্রিপুরা আন অর্গানাইজড ওয়ার্কার্স কংগ্রেসের রাজ্য কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় চেয়ারম্যান ড উদিত রাজ, প্রাক্তন বিধায়ক তোতা প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোপাল চন্দ্র রায়, কংগ্রেস নেতা দিলীপ চৌধুরী ,লক্ষ্মী নাগ সহ অন্যান্যরা।

STEP UP®
★ WESTERN DANCE ACADEMY & FITNESS ZONE ★
FREE
ADMISSION
Upto10th January 2023
দুস্থ মেধাবী ১৫ জন ছেলে/মেয়েদের সম্পূর্ন বিনামূল্যে ডান্স শেখার স্বপ্ন পূরণ করবে
*Terms & Condition Apply
www.stepupdance.in Call: 9856093265 / 9436583918

সমকাজে সমবেতনের দাবী জানাল মাদ্রাসা এসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। অল ত্রিপুরা মাদ্রাসা অ্যাসোসিয়েশন সমকাজে সমবেতনের জোরালো দাবি জানিয়েছে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সরকারি কর্মচারী সহ বিভিন্ন অংশের মানুষের জন্য নানা কল্যাণমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এজন্য অল ত্রিপুরা মাদ্রাসা এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে কর্মরত শিক্ষকদের সমকাজে সমবেতন প্রদানের জন্য দাবী জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছে বিভিন্ন স্কুলে মাদ্রাসা শিক্ষকদের বদলি ও করা হচ্ছে কিন্তু সমকাজে সমবেতন প্রদান করা হচ্ছে না। তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে অ্যাসোসিয়েশন। রাজের ১৩৯টি মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষক এবং মাদ্রাসাকে গ্রেড ইন এইডের আওতায় আনার জন্য সংগঠন দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি চাকরিরত অবস্থায় কোন শিক্ষকের মৃত্যু হলে শিক্ষকের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য দাবি জানানো হয়েছে।

আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কামালঘাটে শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ডক্টর বি আর আম্বেদকরের ৬৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ত্রিপুরা মৎস্যজীবী ইউনিয়ন কামালঘাট অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে শীত বস্ত্র এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এদিন ১৫০ জনের মধ্যে কম্বল বিতরণ এবং ৫০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে খাতা কলম বিতরণ করা হয়। কামালঘাটে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুকুমার বিশ্বাস। এদিনের কর্মসূচি ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন মৎস্যজীবী ইউনিয়ন রাজ্য কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য শ্যামল দাস এবং মৎস্যজীবী দরদী তথা এনাইটির অধ্যাপক ডঃ প্রিয়নাথ দাস , সিপিআইএম কামালঘাট অঞ্চল কমিটির সম্পাদক নিরঞ্জন দাস,ডিওয়াইএফআই মোহনপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক শিবু ভদ্র, মৎস্যজীবী মোহনপুর মহাকুমা কমিটির সম্পাদক জয়রাম দাস ও অন্যান্যরা।

প্রতি ঘরে সুশাসন, পুর কর্পোরেটর পৌঁছে দিচ্ছেন বিভিন্ন সার্টিফিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। প্রতি ঘরে সুশাসন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগরতলা পুর নিগমের ১৪নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্নিগ্ধা দাস দেব সুবিধাবীদের বাড়ি বাড়ি বিভিন্ন সরকারি কাগজপত্র পৌঁছে দিচ্ছেন। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা গ্রহণের জন্য এখন জনগণকে অফিস আদালতে কিংবা প্রশাসনের কাছে দৌড়ঝাপ করতে হয় না। বর্তমান সরকার এবং পৌর প্রশাসন ক্ষমতায় আসার আগে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষমতায় আসলে প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে না জনগণকে তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ঘরের ভিতরে পৌঁছে দেওয়া হবে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকায় প্রশাসনিক শিবির সংগঠিত করে সরকারি বিভিন্ন সার্টিফিকেট প্রদান সহ বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই আগরতলা পুরো নিগমের ১৪নং ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রশাসনিক শিবির।

প্রশাসনিক শিবিরে বিভিন্ন সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য যেসব লোকজন আবেদন করেছিলেন তাদের কাগজপত্র স্থানীয় কাউন্সিলর নিজ হাতে সুবিধাবকিদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিলেন। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন রাজ্য সরকার এবং প্রশাসন জনগণের বাড়ি বাড়ি সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই তিনি নিজে জনগণের বাড়ি বাড়ি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।